পাক্ষিক

আহ্‌মদী

Fortnightly AHMADI

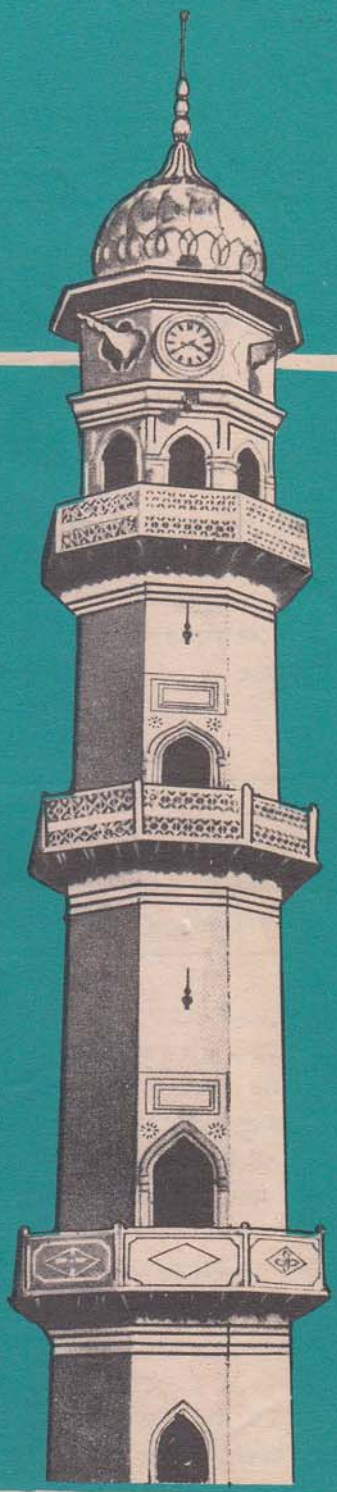

لَآ اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ مُحَمَّدٌ رَّسُوْلُ اللّٰهِ

"মানব জাতির জন্য
জগতে আজ কুরআন
ব্যতিরেকে আর কোন
ধর্মগ্রন্থ নাই এবং আদম
সন্তানের জন্য বর্তমানে
মোহাম্মদ মোস্তফা (সাঃ)
ভিন্ন কোন রসুল ও
শাফায়াতকারী নাই।
অতএব তোমরা সেই মহা
গৌরব-সম্পন্ন নবীর সহিত
প্রেমসূত্রে আবদ্ধ হইতে
চেষ্টা কর এবং অন্য কাহাকেও
তাঁহার উপর কোন প্রকারের
শ্রেষ্ঠত্ব প্রদান করিও না"।

—হযরত মসীহ্ মওউদ (আঃ)

নব পর্যায়ে ৪০শ বর্ষ।। ৫ম সংখ্যা
৭ই জিলকদ ১৪০৬ হিঃ।। ৩০শে আষাঢ় ১৩৯৩ বাংলা।। ১৫ই জুলাই ১৯৮৬ইং
বার্ষিক চাঁদা।। বাংলাদেশ ও ভারত ৩০·০০ টাকা।। অন্যান্য দেশ ৫ পাউন্ড

সূচীপত্র

পাক্ষিক
'আহ্‌মদী'
১৫ই জুলাই ১৯৮৬
৪০শ বর্ষ:
৫ম সংখ্যা:

বিষয়	লেখক	পৃ:
* তরজমাতুল কুরআন : সুরা ইউসুফ (১৩শ পারা, ৪র্থ রুকু)	মূল : হযরত খলিফাতুল মসীহ্ সানী (রাঃ) অনুবাদ : মোহ্‌তারম মৌঃ মোহাম্মদ, আমীর, বাংলাদেশ আঞ্জুমানে আহমদীয়া	১
* হাদীস শরীফ : 'ক্রোধ সংবরণ করা এবং ইহার ফযিলত'	অনুবাদ : এ, এইচ. এম আলী আনওয়ার	৩
* অমৃত বাণী :	হযরত ইমাম মাহ্‌দী (আঃ) অনুবাদ : মৌঃ আহমদ সাদেক মাহমুদ	৫
* জুম্‌য়ার খোৎবা :	হযরত খলিফাতুল মসীহ রাবে' (আইঃ) অনুবাদ : জনাব নজির আহমদ ভূঁইয়া	৬
* জুম্‌য়ার খোৎবা (সারসংক্ষেপ) :	হযরত খলিফাতুল মসীহ রাবে' (আইঃ) অনুবাদ : মৌঃ আহমদ সাদেক মাহমুদ	১৬
* একটি ঐশী-প্রতিশ্রুত আন্দোলনের রূপরেখা—১৫ :	জনাব মোহাম্মদ খলিলুর রহমান	২০
* যেহানাৎ ও সেহেতে জিসমানী :	শেখ আহমদ গণী	২৫
* কবিতা :	মোঃ আখতারুজ্জামান	২৭
* সংবাদ :	সংকলন ও অনুবাদ : আহমদ সাদেক মাহমুদ	২৮

আখবারে আহমদীয়া

হযরত খলিফাতুল মসীহ রাবে' (আইঃ) লণ্ডনে আল্লাহতায়ালার ফজলে সুস্থ আছেন। আল-হামদুলিল্লাহ। হুজুর আকদাসের সুস্বাস্থ্য, সালামতি ও কর্মক্ষম দীর্ঘায়ু এবং সকল দ্বীনি উদ্দেশ্য ও কার্যাবলীতে পূর্ণ সাফল্য লাভের জন্য বন্ধুগণ দোওয়া জারি রাখিবেন।

শোক সংবাদ

অতি দুঃখের সহিত জানানো যাইতেছে যে, নারায়নগঞ্জ জামাতের প্রবীন আহমদী ও স্থানীয় জামাতের ভাইস প্রেসিডেন্ট ও বর্তমান নায়েব জয়ীমে আলা খন্দকার নাজমুল হক সাহেব গত ১১ই জুলাই ১৯৮৬ইং রোজ শুক্রবার ভোর রাত ৩·২০ মিনিটে মিশন পাড়া অবস্থিত নিজ বাস ভবনে ইন্তেকাল করিয়াছেন, (ইন্না লিল্লাহে ওয়া ইন্না... ... .. রাজেউন) মৃত্যুকালে মরহুমের বয়স হইয়াছিল ৬৬ বৎসর। তিনি চার ছেলে এক কন্যা এবং ৯জন নাতী-নাতনীসহ বহু আত্মীয়স্বজন ও গুণগ্রাহী রাখিয়া গিয়াছেন। মরহুমের জানাযা নামাজ বাদ আছর মিশনপাড়া বালুর মাঠে অনুষ্ঠিত হয়। জানাযা নামাজের ইমামতী করেন মৌলভী মতিউর রহমান সাহেব (প্রেসিডেন্ট পটুয়াখালী জামাত) বিকাল ৬-১৫ মিনিটে নারায়নগঞ্জ মাসদাইড় কবরস্থানে মরহুমের দাফন সম্পন্ন হয়। তিনি ইবাদত বন্দেগীর পাবন্দ, সৎ, সরল এবং মিষ্টভাষী ছিলেন।

মরহুম খুবই মুখলেস আহমদী ছিলেন এবং বহু পরীক্ষার সম্মুখীন হয়েছিলেন। জীবনের শেষাংশে মরহুম জামাতের অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক ও গভীর মহব্বত কায়েম করে গেছেন। মরহুমের আত্মার মাগফিরাত ও দারাজাতের বুলন্দির জন্য সকল ভ্রাতা ও ভগ্নী খাসভাবে দোওয়া করবেন। আল্লাহতায়ালা শোক-সন্তপ্ত পরিবারের সকলকে ধৈর্য ধারণের তৌফিক দিন এবং তাদের হাফেজ ও নাসের হউন।

খাকসার—
মঈনউদ্দিন আহমদ,
জেনারেল সেক্রেটারী, নারায়নগঞ্জ আঃ আহ্‌মদীয়া।

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ نَحْمَدُهٗ وَنُصَلِّيْ عَلٰى رَسُوْلِهِ الْكَرِيْمِ وَعَلٰى عَبْدِهِ الْمَسِيْحِ الْمَوْعُوْدِ

পাক্ষিক

আ হ ম দী

নব পর্যায়ে ৪০শ বর্ষ : ৫ম সংখ্যা

১৫ই জুলাই ১৯৮৬ইং : ১৫ই ওফা ১৩৬৫ হিঃ শামসী : ৩০শে আষাঢ় ১৩৯৩ বাংলা :

তরজমাতুল কোরআন

সুরা ইউসুফ

[ইহা মক্কী সুরা, ইহার বিসমিল্লাহ সহ ১১২ আয়াত এবং ১২ রুকু আছে]

(পূর্ব প্রকাশিতের পর)

১৩শ পারা ৪র্থ রুকু

৩১। এবং সেই শহরে কতক মহিলা পরস্পর বলাবলি করিতে লাগিল যে, আযীযের স্ত্রী তাহার যুবক দাস দ্বারা তাহার ইচ্ছার বিরুদ্ধে (যৌন) প্ররোচনা দিতে চাহিতেছে, সে তাহাকে (অর্থাৎ স্ত্রীলোকটিকে) প্রেমে বিমোহিত করিয়াছে ; (এই ব্যাপারে) আমরা নিশ্চয় তাহাকে (অর্থাৎ স্ত্রীলোকটিকে) প্রকাশ্য ভ্রান্তির মধ্যে দেখিতেছি।

৩২। এবং যখন স্ত্রীলোকটি তাহাদের গুপ্ত কানাঘুষা শুনিল, তখন সে তাহাদিগকে (দাওয়াতের) পয়গাম পাঠাইল এবং তাহাদের জন্য খাস মসনদ বিছাইল, এবং (যখন তাহারা আসিল তখন) তাহাদের প্রত্যেককে (খাবার কাটিবার জন্য) এক একটি ছুরি দিল, এবং সে (ইউসুফকে) বলিল, তাহাদের সম্মুখে এস, অতঃপর যখন তাহারা তাহাকে দেখিল, তখন তাহারা তাহাকে এক মহান ব্যক্তি পাইল এবং (তাহাকে দেখিয়া বিস্ময়াপন্ন হইয়া) তাহারা নিজেদের হাত কাটিয়া ফেলিল, এবং বলিল এই ব্যক্তি কেবল আল্লাহর জন্য (মন্দ কাজ করিতে) ভীত হইয়াছে এ মানুষ নহে, এক মহা ফেরেশতা।

৩৩। স্ত্রীলোকটি বলিল, দেখ এই সেই ব্যক্তি, যাহার সম্বন্ধে তোমরা আমাকে তিরস্কার করিয়াছ, আমি তাহার দ্বারা তাহার ইচ্ছার বিরুদ্ধে মন্দ কাজ করাইতে চেষ্টা করিয়াছিলাম ; কিন্তু সে (পাপ কাজ হইতে) বাঁচিয়া রহিল, এবং যদি সে ঐ কথা, যাহা আমি আদেশ দিব, না মানে, তাহা হইলে নিশ্চয় সে কারারুদ্ধ হইবে এবং লাঞ্ছিত লোকদের অন্তর্ভুক্ত হইবে।

৩৪। সে (দোওয়া করিয়া) বলিল, হে আমার রব্ব ! তাহারা আমাকে যে কথার দিকে ডাক দিতেছে, তাহা অপেক্ষা কারাগার আমার নিকট বেশী পছন্দনীয়, যদি তুমি তাহাদের চক্রান্তকে আমার উপর হইতে দূর করিয়া না দাও, তাহা হইলে পরিণামে আমি তাহাদের প্রতি ঝুঁকিয়া পড়িব এবং আমি জাহেলদের অন্তর্ভুক্ত হইয়া যাইব।

৩৫। সুতরাং তাহার রাব্ব তাহার দোওয়া কবুল করিলেন এবং তিনি তাহার নিকট হইতে তাহাদের চক্রান্তকে দূর করিয়া দিলেন, নিশ্চয় তিনি সর্বশ্রোতা সর্বজ্ঞানী।

৩৬। অতঃপর তাহারা (আযীয ও তাহার স্বজনগণ) কিছু লক্ষণাবলী দেখিয়া লওয়ার পর এই সিদ্ধান্তে পৌঁছিল যে (অপবাদ দূর করিবার জন্য) কমপক্ষে কিছু সময়ের জন্য তাহারা তাহাকে নিশ্চয় কারারুদ্ধ করিবে।

৩৭। এবং কারাগারে তাহার সহিত আরও দুইজন যুবক দাখিল হইল, তাহাদের মধ্যে একজন বলিল, আমি (স্বপ্নে) নিজেকে দেখিয়াছি যে আমি আঙ্গুর নিংড়াইতেছি; এবং অপর ব্যক্তি বলিল আমি (স্বপ্নে) নিজেকে দেখিয়াছি যে আমি আমার মাথার উপর রুটি বহন করিতেছি যাহা হইতে পাখী সকল খাইতেছে (তাহারা উভয়ে বলিল) তুমি আমাদিগকে ইহার ব্যাখ্যা বলিয়া দাও; কারণ, আমরা তোমাকে দেখিতেছি যে তুমি নিশ্চয় সৎকর্মশীলগণের অন্তর্গত।

৩৮। সে উত্তরে বলিল তোমাদিগকে যে খাদ্য দেওয়া হয়, উহা তোমাদের নিকট আসিবার পূর্বেই আমি তোমাদিগকে স্বপ্নের ব্যাখ্যা বলিয়া দিব; ইহা (অর্থাৎ স্বপ্নের ব্যাখ্যা করার যোগ্যতার বিকাশ আমার মধ্যে এই জন্য ঘটিয়াছে) যে আমার রাব্ব আমাকে ইলম দিয়াছেন; আমি ঐ সকল লোকের দীনকে ছাড়িয়া দিয়াছি, যাহারা আল্লাহর প্রতি ঈমান রাখে না এবং তাহারা পরকালের উপরও বিশ্বাস করে না।

৩৯। এবং আমি আমার পিতৃপুরুষ ইব্রাহিম, ইসহাক ও ইয়াকুবের ধর্মমতের অনুসরণ করিয়াছি, আল্লাহর সঙ্গে কোন বস্তুকে শরীক করার আমাদের কোন অধিকার নাই; ইহা (অর্থাৎ তৌহীদের শিক্ষা) আমাদের ও অন্যান্য লোকদের উপর আল্লাহর বিশেষ ফজল সমূহের মধ্যে অন্যতম, কিন্তু অধিকাংশ লোক তাহার ফযলের শুকরগুযারী করে না।

৪০। হে আমার কারাসঙ্গীদ্বয়! পরস্পর বিরোধী রাব্ব সকল ভাল অথবা এক প্রবল পরাক্রান্ত আল্লাহ ভাল?

৪১। তোমরা তাঁহাকে ছাড়িয়া শুধু কতকগুলি (কল্পিত) নামের এবাদত করিতেছ, যেগুলি তোমরা স্বয়ং এবং তোমাদের পিতৃ পুরুষগণ রচনা করিয়া রাখিয়াছ যেগুলির সম্বন্ধে (তোমাদের সমর্থনে) আল্লাহ কোন স্পষ্ট দলীল নাযেল করেন নাই; (স্মরণ রাখিও) আল্লাহ ব্যতীত অন্য কাহারও হুকুম দেওয়ার এখতেয়ার নাই, এবং তিনি হুকুম দিয়াছেন যে, তোমরা তাঁহাকে ছাড়িয়া অপর কাহারও এবাদত করিও না, ইহাই সঠিক দীন, কিন্তু অধিকাংশ লোক ইহা জানে না।

৪২। হে আমার কারাবাসীদ্বয়! (এখন তোমরা নিজ নিজ স্বপ্নের ব্যাখ্যা শুন) তোমাদের মধ্যে একজনের বিষয় তো এই যে, সে নিজ প্রভুকে মদ্য পান করাইবে এবং অপর ব্যক্তির বিষয় এই যে, তাহাকে শূলবিদ্ধ করিয়া মারা হইবে এবং পাখী সকল তাহার মাথা হইতে (মগয ও মাংস ইত্যাদি) খাইবে; (তোমরা বুঝিয়া লও যে) যে বিষয়ে তোমরা তথ্য জিজ্ঞাসা করিতেছ উহার এইরূপ ফয়সালা করিয়া দেওয়া হইয়াছে।

৪৩। এবং তাহাদের মধ্যে যাহার সম্বন্ধে সে ধারনা করিয়াছিল যে, সে মুক্তি লাভ করিবে, তাহাকে সে বলিল, তুমি তোমার প্রভুর নিকট আমার বিষয়ে উল্লেখ করিও; কিন্তু এ বিষয়ে শয়তান তাহাকে তাহার প্রভুর নিকট স্মরণ করাইতে ভুলাইয়া দিয়াছিল; সুতরাং কয়েক বৎসর সে কারাগারেই পড়িয়া রহিল। (ক্রমশঃ)

('তফসীরে সগীর' হইতে কুরআন করীমের বঙ্গানুবাদ)

হাদিস শরীফ

ক্রোধ সংবরণ করা এবং ইহার ফজিলত

১

ইব্‌নে সারাহ্‌ ইবনে ওয়াহাব, সাইদ, আবু মারহুম সাহল এবং হযরত মায়াবিয়া হইতে বর্ণিত হইয়াছে যে, রসুল করীম (সাঃ) বলিয়াছেন, যদি সেই ব্যক্তি নিজের ক্রোধকে সংবরণ করিতে পারে যে তাহার ক্রোধকে পুরা করিবার মত শক্তি রাখে। তাহা হইলে কিয়ামতের দিন আল্লাহতায়ালা সেই ব্যক্তিকে ডাকিবেন এবং সমস্ত লোকদিগের সম্মুখে বলিবেন, "তোমার ইচ্ছামত যে কোন হুর পছন্দ করিয়া লও।" (সুনান আবু দাউদ)

২

আবু বকর বিন্‌ আবু সোয়েব, আবু মায়াবিয়া, আমেশ, ইবরাহিম, হারেছ এবং আবদুল্লাহ (রাঃ) হইতে বর্ণিত হইয়াছে যে, রসুল করীম (সাঃ) বলিয়াছেন, তোমরা পাহলোয়ান কাহাকে বল? লোকগণ বলিল, সেই ব্যক্তি যাহাকে কোন মানুষ চিত করিতে পারে না। তিনি বলিলেন, না! পাহলোয়ান সেই ব্যক্তি যে ক্রোধের সময় নফ্‌স (প্রবৃত্তি)-কে দমন করিতে পারে। (সুনান আবু দাউদ)

৩

ইউসুফ বিন্‌ মুসা, যারির বিন আবদুল হামিদ, আব্দুল মালেক বিন্‌ আমির, আবদুর রহমান বিন্‌ আবি লায়লা এবং মায়ায বিন যাবাল হইতে বর্ণিত হইয়াছে যে, দুই ব্যক্তি রসুল করীম (সাঃ)-এর নিকট একে অন্যকে গালি গালাজ করিল এবং তাহাদের মধ্যে একজন খুব রাগ দেখাইল, আমি দেখিলাম যে, তাহার ক্রোধ এত অধিক যে, ক্রোধে যেন তাহার নাক পর্যন্ত ফাটিয়া যাইবে। রসুল করীম (সাঃ) বলিলেন, "আমি এই রকম একটি দোওয়া জানি যাহা সে পড়িলে তাঁহার ক্রোধ দূর হইয়া যাইবে।" সে বলিল যে রসুলুল্লাহ! সেই দোওয়াটি কি? তিনি বলিলেন, اللهم انى اعوذ بك من الشيطان الرجيم তারপর মায়ায তাহাকে দোয়াটি পাঠ করার জন্য তাগিদ দিতে থাকেন, কিন্তু সে তাহা করিতে অস্বীকার করিল এবং আরও বেশী ঝগড়া করিতে শুরু করিল। (সুনান আবু দাউদ)

৪

আবুবকর বিন আবি শায়বা, আবু মায়াবিয়া, আমেশ, আদ্দি ইবনে ছাবেত এবং সোলায়মান বিন্‌ সুরাদ হইতে বর্ণিত হইয়াছে যে, দুই ব্যক্তি একে অন্যকে গালি গালাজ

করিল তাহাদের মধ্য হইতে এক ব্যক্তির চক্ষু লাল হইতে লাগিল এবং গলার রগ ফুলিতে লাগিল (ক্রোধের উত্তেজনায়)। রসুল করীম (সাঃ) বলিলেন, আমি একটি দোওয়া জানি। যদি সেই দোওয়াটি এই ব্যক্তি পাঠ করে তাহা হইলে তাহার ক্রোধ দূর হইয়া যাইবে। দোয়াটি এই :— اعوذ بالله من الشيطان الرجيم

এই দোওয়া শুনিয়া সেই ব্যক্তি বলিল, "আপনি কি আমাকে পাগল মনে করেন ?"

(সুনান আবু দাউদ)

৫

আহমদ বিন্ হাম্বল, আবু মায়াবিয়া, দাউদ, আবু হারব এবং আবু যারি (রাঃ) হইতে বর্ণিত হইয়াছে যে, রসুল করীম সাঃ বলিয়াছেন, যখন তোমাদের মধ্য হইতে কেহ দাঁড়ানো অবস্থায় রাগান্বিত হয় তখন সে যেন বসিয়া পড়ে। যদি ক্রোধ সংবরণ হয়, তবে ভাল নচেৎ যেন শুইয়া পড়ে। (সনান আবু দাউদ,)

৬

বকর এবং হাসান, ইবরাহিম, আবু ওয়ায়েল কাজি হইতে বর্ণিত হইয়াছে যে, আমরা উরওয়া বিন্ মোহাম্মদ সাইদ রাঃ-এর নিকট গিয়াছিলাম। তাঁহার সঙ্গে এক ব্যক্তি কথা বলিতেছিল, যাহার কথা তাঁহাকে রাগান্বিত করিয়া তুলে। তিনি দাঁড়াইলেন এবং ওজু করিলেন এবং বলিলেন আমার দাদা হইতে আমার পিতা বর্ণনা করিয়াছেন যে, রসুল (সাঃ) বলিয়াছেন, ক্রোধ শয়তান হইতে আসে আর শয়তান আগুন হইতে তৈয়ার হইয়াছে এবং আগুন পানি দ্বারা নিভান হয়। যখন তোমাদের মধ্য হইতে কেহ রাগান্বিত হয় তখন সে যেন ওজু করিয়া ফেলে। (সুনান আবু দাউদ)

অনুবাদক :- বশির আহমদ

(অমৃত বাণীর অবশিষ্টাংশ—৫ম পাতার পর)

ব্যতিরেকে সঞ্জীবিত থাকিতে পারে না। ইহা সেই মহাগৌরবান্বিত জামাত, যাহার প্রস্তুতি হযরত আদম (আঃ)-এর সময় হইতে আরম্ভ হইয়াছে। এমন কোন নবী পৃথিবীতে আগমন করেন নাই, যিনি এই 'দাওয়াত' (ঐশী আহ্বান) সম্বন্ধে সংবাদ দেন নাই। সুতরাং ইহার সমাদর কর। ইহার সমাদর এই যে, আপন কার্য্য-কর্মের দ্বারা প্রমাণ করিয়া দেখাও যে, আহলে-হক (সত্যনিষ্ঠগণ)-এর জামাত তোমরাই। (আল-হাকাম, ১৬ আগষ্ট ১৯০২ইং)

অনুবাদ : আহ্‌মদ সাদেক মাহমুদ

হযরত ইমাম মাহ্‌দী (আঃ) এর

অমৃত বাণী

আমার সহিত সম্বন্ধ স্থাপন করিলে আমার উদ্দেশ্যাবলী পুর্ণ করিতে হইবে। উহা এই যে, খোদার সমীপে আপন নিষ্ঠা এবং বিশ্বস্ততা প্রদর্শন এবং এবং কোরআন শরীফের শিক্ষা অনুযায়ী আমল কর।

"মনে রাখিবে, সাধারণ দুনিয়াদার (সংসারাসক্ত) কালে যেরূপে জীবন যাপন করে, আমাদের জামাত তদ্রূপ করার জন্য প্রতিষ্ঠিত হয় নাই। যেমন কেহ শুধু মুখে বলিয়া দিল যে, আমি এই সেলসিলায় প্রবেশ করিয়াছি, অতঃপর সে আমল ও সাধনার প্রয়োজন মনে করিল না, যেমন দুর্ভাগ্য বশতঃ আজ মুসলমানদিগের অবস্থা দাঁড়াইয়াছে। যদি জিজ্ঞাসা করা হয়, তোমরা কি মুসলমান? জবাবে বলে, 'শোক্‌র আল-হামদুলিল্লাহ; কিন্তু তাহারা নামাজ পড়ে না এবং আল্লাহর নির্ধারিত বিধিবিধানের প্রতি শ্রদ্ধাশীল নহে। সুতরাং আমি তোমাদিগের নিকট ইহা কামনা করি না যে, তোমরা শুধু মৌখিক অঙ্গীকার কর, আর কার্যে পরিণত করিয়া কোন কিছু না দেখাও। ইহা নিষ্ক্রিয় অবস্থা যাহা আল্লাহতায়ালা পছন্দ করেন না এবং দুনিয়ার এই অবস্থার প্রেক্ষিতেই আল্লাহতায়ালা আমাকে এসলাহ (সংস্কার কার্য)-এর জন্য দাঁড় করিয়াছেন। সুতরাং যদি কোন ব্যক্তি আমার সহিত সম্বন্ধ স্থাপন করিয়াও নিজের অবস্থার সংশোধন করে না এবং নেক কার্যে প্রেরণা ও কর্মশক্তির উন্নতি সাধন করে না, বরং মৌখিক অঙ্গীকার যথেষ্ট মনে করে, সে পক্ষান্তরে তাহার কার্যের দ্বারা আমার অপ্রয়োজনীয়তা প্রতীয়মান করার চেষ্টা করে। অতএব যদি তোমরা আপন কার্যের দ্বারা ইহা প্রতীয়মান করিতে চাও যে, আমার আগমন অনাবশ্যক তাহা হইলে আমার সহিত সম্বন্ধ রাখার কি অর্থ হইতে পারে? আমার সহিত সম্বন্ধ স্থাপন করিলে আমার উদ্দেশ্যাবলী পূর্ণ করিতে হইবে এবং তাহা এই যে, খোদাতায়ালার সমীপে নিষ্ঠা এবং বিশ্বস্ততা দেখাও এবং কোরআন শরীফের শিক্ষানুযায়ী সেইরূপে আমল কর, যেরূপে রসুলুল্লাহ (সাঃ) এবং সাহাবাগণ করিয়া দেখাইয়াছেন। কোরআন শরীফের প্রকৃত ধর্ম ও উদ্দেশ্যকে উপলব্ধি কর এবং উহা কার্যে পরিণত কর। শুধু মৌখিক অঙ্গীকার এবং কার্য কর্মে আলোস্য ও উৎসাহ-বিহীনতা, খোদাতায়ালার নিকট যথেষ্ট বলিয়া বিবেচিত হইতে পারে না। স্মরণ রাখিবে যে, আল্লাহতায়ালা যে জামাত কায়েম করিতে ইচ্ছা করিয়াছেন, উহা আমল

(অবশিষ্টাংশ ৪র্থ পাতায় দেখুন)

জুমুয়ার খোৎবা

সৈয়্যদনা হযরত খলিফাতুল মসীহ রাবে' (আইঃ)

[৭ই ফেব্রুয়ারী '৮৬ইং লণ্ডনস্থ মসজিদে ফজলে প্রদত্ত]

তাশাহুদ, তায়াউয ও সূরা ফাতেহা পাঠের পর হুজুর আকদাস (আইঃ) বলেন :-

জাতি গঠনের কাজ গৃহ হইতে সূচিত হয়। যদি আমরা গৃহ গঠনের কাজে সম্পূর্ণরূপে মনোযোগী হই এবং যদি আমরা সকল সামাজিক পাপাচার ও মন্দকাজ, যাহা গৃহে সৃষ্টি হইয়া জাতির মধ্যে বিস্তার লাভ করে, ঐগুলির যথা সময়ে প্রতিকার করার চেষ্টা করি, তাহা হইলে খোদাতায়ালার ফজলে আহমদীয়া জামাতের সমষ্টিগত ছবি খুবই সুন্দর হইয়া যাইবে। সমগ্র বিশ্বে সব চাইতেঅধিক আদর্শ পরায়ন জামাত আহমদীয়া জামাত হওয়া উচিত। ইহা কেবলমাত্র এই জন্য নহে যে, প্রত্যেক জামাত এবং প্রত্যেক জাতির নিজেদের সম্বন্ধে বড় বড় কথা বলার অভ্যাস থাকে, বরং যদি আমরা উপরোক্ত জামাতই হইয়া থাকি অথবা যাহা আমাদের দাবী, তাহা হইলে ইহা ব্যতীত কোন যুক্তিসঙ্গত ফলশ্রুতি হইতেই পারে না যে, আহমদীয়া জামাতকে পৃথিবীর সব চাইতে অধিক আদর্শ-পরায়ন জামাত হওয়া উচিত। কেননা, আমাদের দাবী এই যে, আমরা প্রকৃত অর্থে পৃথিবীর সব চাইতে অধিক আদর্শ-পরায়ন ব্যক্তির সঙ্গে সম্বন্ধযুক্ত রহিয়াছি। নিখিল বিশ্বে কখনও এইরূপ সুন্দর চারিত্রিক গুণাবলী কেহ দেখে নাই, যাহা হযরত আকদাস মোহাম্মদ মোস্তফা সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম প্রদর্শন করিয়াছেন এবং আজ তাঁহার প্রকৃত গোলাম হইলাম আমরা। ইহা হইল আমাদের দাবী। অতঃপর ইহা ব্যতীত কোন যুক্তিসঙ্গত ফলশ্রুতি হইতেই পারে না। পৃথিবীর কোন ব্যক্তি যে কোন সংস্কৃতির সঙ্গেই সম্পর্কযুক্ত হউক, যে কোন জাতির সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত হউক, যে কোন ধর্মের সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত হউক, যে কোন দর্শনের ভিত্তিতে ঐ সংস্কৃতির নামকরণ করা হউক, অথবা কোন অর্থনৈতিক পলিসির ভিত্তিতে উহার নামকরণ করা হউক, অথবা পার্থিব ভিত্তির উপর নামকরণ করা হউক, অথবা আধ্যাত্মিক ভিত্তির উপর উহার নামকরণ করা হউক, যেমন মর্জি ইহার দিক পরিবর্তন করিয়া দেখা হউক এবং যে কোন জাতি, যে কোন ভাবে পৃথিবীতে প্রতিষ্ঠিত হউক বা মওজুদ থাকুক না কেন, যদি তাহারা হযরত আকদাস মোহাম্মদ মোস্তফা সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামের গোলামীর মধ্যে না থাকে, তাহা হইলে তাহাদের চরিত্রে অনিবার্যরূপে কোন না কোন মৌলিক ত্রুটি বিচ্যুতি পরিদৃষ্ট হইবে। ইহা হইতেই পারে না, ইহা একটি অসম্ভব ব্যাপার, পৃথিবী ও আকাশমালা উলট পালট হইয়া যাইতে পারে, কিন্তু এই সত্যের পরিবর্তন হইতে পারে না। যে পরিপূর্ণ আদর্শ ও চারিত্রিক গুণাবলী হযরত আকদাস মোহাম্মদ মোস্তফা সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামের নিকট হইতে শিখিতে পারা যায় এবং ঐ সকল জাতি যাহারা তাঁহার (সাঃ) সহিত সম্পর্ক স্থাপন

করা হইতে বঞ্চিত, তাহারা যে কোন ইজম্‌ বা মতবাদের সহিত সম্পৃক্ত হউক না কেন, বা তাহারা যে কোন ধর্মের সঙ্গে সম্পৃক্ত হউক না কেন, তাহাদের মধ্যে অনিবার্য্যরূপে মৌলিক চারিত্রিক ত্রুটি-বিচ্যুতি দৃষ্ট হইবে।

অতএব, আমরা যখন এই দাবী করি যে, আমরা হইলাম আঁ-হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামের গোলাম এবং যথার্থ গোলাম। আমরা যদি এই দাবীতে সত্য হই, তাহা হইলে আমরা সমগ্র বিশ্বের চরিত্র ও আদর্শ সংশোধন করার দাবী করিয়াছি এবং সমগ্র বিশ্বের জন্য দৃষ্টান্ত হওয়ার দাবী করিয়াছি। এই দৃষ্টিকোণ হইতে আমাদের উপর খুবই মহান দায়িত্ব বর্তাইয়া যায়। কাহারো জন্য এমন সুযোগ আসা উচিত হইবে না যে, সে কোন আহমদীর চরিত্রের প্রতি অঙ্গুলী নির্দেশ করিয়া দেখাইতে পারে যে, তাহার মধ্যে অমুক বক্রতা রহিয়াছে এবং অমুক পাপ রহিয়াছে। কোন গয়ের আহমদীর ধ্যান ধারণাতেও এইরূপ ব্যাপার আসা উচিত হইবে না। কোন ব্যক্তি—সে মুসলমানই হউক বা অমুসলমান হউক, সে যেন কোন আহমদীর বিরুদ্ধে এই ন্যায্য অভিযোগ আনিতে না পারে যে, সে আমার অধিকার হরণ করিয়াছে। কিন্তু সত্য কথা এই যে, কোন কোন সময় এই কথা জানিয়া খুবই কষ্ট বোধ করি যে, কোন কোন আহমদী কোন কোন গায়ের আহমদীর সঙ্গে অসদাচরণ করিয়াছে, কোন কোন অন্য ধর্মাবলম্বীর সঙ্গে অসদাচরণ করিয়াছে, তাহাদের ন্যায়সঙ্গত অধিকার হরণ করিয়াছে, তাহাদের সঙ্গে বাড়াবাড়ি করিয়াছে এবং তাহাদের উপর অবিচার করিয়াছে। কোন কোন সময় তাহাদের সহিত আহমদীয়া জামাতের কোন সম্পর্ক না থাকিলেও তাহারা আমাকে চিঠি লিখিয়া থাকে এবং যখন আমি অনুসন্ধান লইয়া জানিতে পারি যে অভিযোগকারীর অভিযোগ সঠিক, তখন আমি খুবই কষ্ট বোধ করি। কিন্তু ধর্মীয় বিষয় ছাড়াও অন্যান্য সাধারণ সদাচরণের ক্ষেত্রেও কোন কোন দুর্বলতা দেখা যায়। জলসা উপলক্ষে, ইজতেমা উপলক্ষে এই সকল দুর্বলতা দেখিতে পাওয়া যায়। এই গুলি বাহ্যতঃ সাধারণ ব্যাপার বলিয়া মনে হয়। কিন্তু যে সকল মন্দকাজের সহিত বাহিরের দুনিয়ার সম্পর্ক রহিয়াছে, যদি আপনারা চিন্তা করেন তাহা হইলে দেখিতে পাইবেন যে, তাহাদের এই সকল মন্দ কাজের সূচনা গৃহে হইয়া থাকে। মাতৃকোলেই জাহান্নামও তৈয়ার হয় এবং জান্নাতও তৈয়ার হয়। গৃহেই অপরাধ এবং পাপেরও জন্ম হয় এবং গৃহে অপরাধ ও পাপের প্রতিরোধের জন্য সংস্কার মূলক অবস্থারও সৃষ্টি হইয়া থাকে। গৃহ সমূহ হইতে বাহির হইয়া যখন এই সকল জিনিষ রাস্তা ঘাটে চলিয়া যায় তখন উহারা শহরগুলিকে মন্দেও পরিনত করে এবং ভালোতেও পরিণত করে। এই জন্য গৃহের প্রতি মনোনিবেশ করা আমাদের জন্য একান্ত জরুরী এবং খুবই ব্যাপকভাবে আমাদের গৃহগুলির অবস্থা দুরস্ত করার জন্য চেষ্টিত হওয়া উচিত। এই জন্য বাহিরে যাওয়ার প্রয়োজন পড়ে না। ইহার জন্য প্রতিটি পুরুষ জিম্মাদার। সর্বপ্রথম তাহাদের নিজেদের স্বভাব চরিত্রকে দুরস্ত করিতে হইবে। ইহার জন্য প্রতিটি স্ত্রীলোক জিম্মাদার। তাহাদের নিজেদের স্বভাব চরিত্রকে দুরস্ত করিতে হইবে। বড় হইতে এই জিম্মাদারী আরম্ভ হয়। অতঃপর নিজেদের ছেলে মেয়েদিগকে নিজেদের পুত্র বধুদিগকে, নিজেদের জামাতাদিগকে, নিজেদের ছেলেদিগকে, এবং নিজেদের মেয়েদিগকে উত্তম আচরণ ও আদর্শ শিখানোর জন্য চেষ্টা করা উচিত।

কিভাবে স্বভাব চরিত্র নষ্ট হয় এবং কিভাবে স্বভাব চরিত্র গঠিত হয়—ইহা আমাদের গৃহের দৈনন্দিন বিষয় এবং ইহা একটি খুবই ব্যাপক বিষয়। আমি আজিকার খোৎবার জন্য হযরত মসীহ মওউদ আলাইহেস সালাতু ওয়াস সালামের কতিপয় উদ্ধৃতি নির্বাচন করিয়াছি, যাহা আমি আপনাদের সম্মুখে উপস্থাপন করিতেছি। এই যুগে হযরত মসীহ মওউদ আলাইহেস সালাতু ওয়াস সালামকে আল্লাহতায়ালা যে সূক্ষ্ম দৃষ্টি দান করিয়াছেন, অনুরূপ দৃষ্টি আর কাহারো অদৃষ্টে জোটে নাই। তিনি একতরফা কথা বলিতেন না। কেননা, খোদা তাঁহাকে حکم (মীমাংসাকারী) ও عدل (ন্যায় বিচারক) বানাইয়াছেন। তাঁহার স্বভাবতো কোমল ছিল, কিন্তু তাই বলিয়া এইরূপ ছিল না যে, কোন একটি মেয়ের কান্নাকাটি শুনিয়া শাশুড়ীর বিরুদ্ধে শক্ত

ফতোয়া দিয়া দিলেন, অথবা কোন একজন মায়ের কান্নাকাটি শুনিয়া বৌ এর বিরুদ্ধে ফতোয়া দিয়া দিবেন। তাঁহার স্বভাব ছিল বিশেষতঃ কোরআন ও সুন্নত ভিত্তিক, যাহার ফলশ্রুতিতে তাহার মেজাজ হইতে সব কথাই সঠিক বাহির হইত। এইজন্য হযরত মসীহ মওউদ আলাইহেস সালাতু ওয়াস সালামের উদ্ধৃতি সমূহ ও তাঁহার বাণী সমূহের উপর গভীরভাবে চিন্তা করা এবং উহাদের আলোকে নিজেদের গৃহগুলির অবস্থা সংশোধন করার জন্য চেষ্টিত হওয়া খুবই জরুরী।

হযরত মসীহ মওউদ আলাইহেস সালাতু ওয়াস সালাম বলেন :—

"মায়ের অধিকার খুব বড় এবং তাঁহার আজ্ঞানুবর্তীতা করা ফরজ। কিন্তু প্রথমে ইহা অনুসন্ধান করিয়া দেখা উচিত যে, এই নারাজীর পশ্চাতে অন্য কোন ব্যাপার নাইতো ?

উপরোক্ত কথাগুলি তিনি এইরূপ একটি জিজ্ঞাসার উত্তরে বলিয়াছিলেন, যেখানে এই কথা জিজ্ঞাসা করা হইয়াছিল যে, আমার মা আমার স্ত্রীর প্রতি নারাজ এবং আমাকে আমার স্ত্রীকে তালাক দেওয়ার জন্য আদেশ দিতেছেন। এইরূপ ঘটনা দৈনন্দিন আমাদের সমাজে দেখিতে পাওয়া যায়। এমতাবস্থায় কি করা উচিত ? হযরত মসীহ মওউদ আলাইহেস সালাতু ওয়াস সালাম বলেন যে :—

মায়ের অধিকার খুব বড় এবং তাঁহার আজ্ঞানুবর্তীতা করা ফরজ. কিন্তু প্রথমে ইহা অনুসন্ধান করিয়া দেখা উচিত যে, নারাজীর পশ্চাতে অন্য কোন ব্যাপার নাইতো, যাহা খোদার আদেশের দরুন মায়ের এইরূপ আজ্ঞানুবর্তীতা হইতে দায়মুক্ত করিয়া দেয় ? উদাহরণ স্বরূপ, মা যদি তাহার সহিত কোন ধর্মীয় কারণে নারাজ হয়, বা নামাজ রোজার পাবন্দীর দরুন এইরূপ করে, তাহা হইলে তাহার আদেশ পালন করার ও আজ্ঞানুবর্তীতা করার প্রয়োজন নাই।"

হযরত মসীহ মওউদ আলাইহেস সালাতু ওয়াস সালাম শরিয়তের বিষয় ব্যতীত যেখানে খোদার ফরজের মোকাবেলায় বাহ্যতঃ মায়ের হকের প্রশ্ন আসে, সেখানে অনিবার্যরূপে আল্লাহর হক আদায় করার শিক্ষা দান করিয়াছেন। কিন্তু ইহা ছাড়া অন্যান্য বিষয়ে পুরুষের উপর এই জিম্মাদারী বর্তানো হইয়াছে যে, যদি মা বলেন যে স্ত্রীকে তালাক দিয়া দাও এবং ইহার কারণ যদি স্ত্রীর নেক হওয়া না হয়, ইবাদতগুজার হওয়া না হয়, পর্দা পালন করা না হয়, এই গুলি হইল ঐ সকল বিষয় যাহা শরিয়তের সঙ্গে সম্পৃক্ত, তাহা হইলে এই বিতর্কে না গিয়া যে ইহার মধ্যে কি ভুল-ত্রুটি রহিয়াছে, মায়ের কথা ছেলের পালন করা উচিত। বাহ্যতঃ এই ব্যাপারটি বর্তমান যুগের দৃষ্টিকোণ হইতে পৃথিবীর গতি ধারণার সম্পূর্ণ বিপরীত ব্যাপার। আজিকার যুগের যে গতি, আজিকার যুগের যে অবস্থা এবং চিন্তা ধারায় যে ভঙ্গী, তাহাতে ইহাতো উপরোক্ত ব্যাপারের সম্পূর্ণরূপে বিরোধী। হযরত মসীহ মওউদ আলাইহেস সালাতু ওয়াস সালাম যখন এই কথা বলেন, তখন ইহার হেকমতও প্রজ্ঞা সম্বন্ধেও বর্ণনা করেন যে :—

"প্রত্যেক সময় এই কথা চিন্তা করা যে,—অপরাধ মায়ের আর স্ত্রী সর্বদা সঠিক পথে রহিয়াছে, ইহা ঠিক কথা নহে। মা ছেলেকে অত্যন্ত ভালবাসেন এবং ছেলের কল্যাণ কামনা করেন।

তিনি ইহা পছন্দ করেন না যে,—ইল্লাহ্ মাশায়াল্লাহ্, আমার ছেলের ঘর উজার হইয়া যাক। এই জন্য মায়ের তরফ হইতে যখন কোন অভিযোগ সৃষ্টি হয়, তখন উহার প্রতি গুরুত্ব দেওয়া উচিত।"

হযরত মসীহ মওউদ আলাইহেস সালাতু ওয়াস সালাম বলেন ঃ—

"কোন কোন সময় কোন কোন স্ত্রীলোক খুব চালাকির সহিত এইভাবে নিজেদের উপর জুলুম সম্বন্ধে অভিযোগ করে যে, অন্যেরা ইহাতে প্রভাবান্বিত হইয়া যায়। কিন্তু মানুষ ইহা বুঝিতে পারে না যে ইহার মধ্যে কোন কোন সময় দুষ্টামীও থাকে। ছেলেকে মায়ের নিকট হইতে আলাদা করিয়া দেওয়া, ভগ্নিদের নিকট হইতে আলাদা করিয়া দেওয়া, নিজেদের অন্যান্য আত্মীয়-স্বজনের নিকট হইতে আলাদা করিয়া দেওয়া, ইহা মৌলিকভাবে কোরআনী শিক্ষার পরিপন্থী। এই জন্য ঐ সকল প্রত্যেকটি ব্যাপার—যাহাতে আত্মীয় সম্পর্কের উপর হামলা আসে এবং যাহার ফলশ্রুতিতে আত্মীয় সম্পর্ক ছিন্ন হইয়া যায়, ঐগুলি নাজায়েজ এবং শরিয়ত বিরোধী।"

ইহা হইল মূলনীতি এবং ইহা বুঝিতে হইবে। এইজন্য পুত্র বধূদের হক স্বস্থানে মওজুদ রহিয়াছে। ইহা অস্বীকার করা যায় না। কিন্তু মায়ের সহিত পুত্রের সম্পর্ক ছিন্ন করার জন্য যদি কোন বধূ চেষ্টা করে, তাহা হইলে হযরত মসীহ মওউদ আলাইহেস সালাতু ওয়াস সালামের কোরআন ও সুন্নত ভিত্তিক এই ফয়সালা অনুযায়ী মায়ের এই অধিকারও রহিয়াছে যে পুত্রকে বলেন যে, তাহাকে তালাক দিয়া দাও। তিনি বলেন ঃ—

"বস্তুতঃ কোন কোন স্ত্রীলোক কেবলমাত্র দুষ্টামী করিয়া শাশুড়ীকে কষ্ট দিয়া থাকে, গালি দিয়া থাকে, হয়রান করিয়া থাকে, এবং কথায় কথায় তাঁহাকে জ্বালাতন করিয়া থাকে। মা পুত্র বধূর উপর বিনা কারনে নারাজ হোন না। পুত্রের গৃহ আবাদ করার ক্ষেত্রে সব চাইতে অধিক বাসনা থাকে মায়ের এবং এই ব্যাপারে মায়ের বিশেষ আগ্রহ থাকে। মা বড় শখ করিয়া হাজার হাজার টাকা ব্যয় করিয়া খোদা খোদা করিয়া পুত্রের বিবাহ দেয়। অতএব, তাঁহার নিকট হইতে কল্পনাতেও কিভাবে আশা করা যাইতে পারে যে তিনি নিজের পুত্র-বধূর সঙ্গে অন্যায়ভাবে ঝগড়া-বিবাদ করিবেন এবং সংসার নষ্ট করিতে চাহিবেন? এইরূপ ঝগড়া-বিবাদে সাধারণতঃ দেখা গিয়াছে যে মা'ই সঠিক পথে থাকেন।"

অতঃপর তিনি বলেন ঃ—

"কোন কোন স্ত্রীলোক বাহির হইতে নম্র ও কোমল বলিয়া মনে হয়। কিন্তু ভিতরে ভিতরে তাহারা শক্ত শক্ত খোঁচা মারিয়া থাকে। অতএব, কারণ দূর করা উচিত এবং নারাজীর যে কারণ রহিয়াছে, উহা বিদূরীত করা উচিত ও মাকে খুশী করা উচিত। দেখ, ব্যাঘ্র, নেকড়ে বাঘ এবং হিংস্র প্রাণীওতো পোষ মানাইলে পোষ মানিয়া যায় এবং বশে আসিয়া যায়। দুশমনের সঙ্গেও বন্ধুত্ব হইয়া যায়। যদি আপোষ করা হয়, তাহাহইলে কি কারণ থাকিতে পারে যে, মাকে নারাজ রাখিতে হইবে?"

উপরোক্ত উদ্ধৃতিটি আমি এই জন্য গ্রহণ করিয়াছি যে, ইহার উদ্দেশ্য এই নহে যে, যেখানে মা ও পুত্র বধূর মধ্যে মতানৈক্য হয়, সেখানে তৎক্ষণাৎ পুত্র-বধূকে তালাক দিয়া পৃথক করিয়া দেওয়া হউক। হযরত মসীহ মওউদ আলাইহেস সালাতু ওয়াস সালাম সংশোধনের শিক্ষা দান করিয়াছেন। তিনি বলেন যে ঃ—

"যতখানি সম্ভব সংশোধণের চেষ্টা করিতে হইবে। দেখ হিংস্রপ্রাণীও বশে আসিয়া যায়। অতএব, উগ্রতা দূর কর। ঝগড়া বিবাদের প্রকৃত কারণ অবগত হও এবং প্রজ্ঞার সহিত উক্ত কারণ দূর করার চেষ্টা কর এবং যখন মানুষ প্রজ্ঞার সহিত কারণ দূর করার চেষ্টা করে তখন ইহাও সম্ভব যে, কোন কোন ব্যাপারে মা'ই অপরাধী সাব্যস্ত হইবে; এমতাবস্থায়ও মায়ের এই অধিকার রহিয়াছে যে, মায়ের ক্ষেত্রে নম্রতার সহিত সংশোধনের চেষ্টা করিতে হইবে এবং যে মূল কারণের জন্য মা নারাজ হইয়া থাকেন, উহা দূর করার জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা করিতে হইবে।"

"কাওয়ামের (তত্ত্বাবধানকারীর) যে পরিচয় হযরত মসীহ মওউদ আলাইহেস সালাতু ওয়াস সালাম দিয়াছেন, উহার আলোকে গৃহের পরিবেশকে সুখকর ও আনন্দ-প্রদ রাখার সব চাইতে গুরুত্ব-পূর্ণ ও প্রাথমিক দায়িত্ব বর্ত্তায় পুরুষের উপর এবং পুরুষের উপর এই দায়িত্ব এইভাবে বর্ত্তায় না যে, সে অন্যদিগকে বলপূর্বক ঠিক করিবে। হযরত মসীহ মওউদ আলাইহেস সালাতু ওয়াস সালামের তফসির (ব্যাখ্যা) ইহাই যে, পুরুষের উপর এই দায়িত্ব এইভাবে বর্ত্তায় যে, সে নিজেকে ঠিক করিবে। এই প্রথম বারের মত এই নূতন তফসিরটি আমার দৃষ্টিগোচর হইল। অন্যথা যত লোকেই কাওয়ামওয়ালা আয়াত পেশ করে, তাহাতে এইরূপ মনে হয় যে, পুরুষকে স্ত্রীলোকের উপর অত্যাচারকারী বানাইয়া দেওয়া হইয়াছে। সে বলপূর্বক তাহার সহিত যাহা চাহিবে তাহাই করিবে। সে কাওয়াম, সে তাহার উপর বিচারক এবং তাহার উপর বলপ্রয়োগ করার ও অত্যাচার করার অধিকার রাখে—এই ধারণা দেওয়া হইয়া থাকে। হযরত মসীহ মওউদ আলাইহেস সালাতু ওয়াস সালামের সঠিক তফসির শুনুন। উহা সম্পূর্ণরূপে বিপরীত তফসির। তিনি বলেন :—

"এইভাবে স্ত্রীলোক ও ছেলেমেয়েদের সহিত সম্পর্ক ও সামাজিকতার ক্ষেত্রে মানুষ ভুল করিয়াছে এবং সরল পথ হইতে বিচ্যুত হইয়াছে। কোরআন শরীফে লেখা হইয়াছে عاشروا هن بالمعروف (তাহাদের সঙ্গে সদ্ব্যবহার কর)। কিন্তু এখন ইহার বিপরীত আমল হইতেছে। এই ব্যাপারেও দুই ধরণের লোক দেখিতে পাওয়া যায়"

কাওয়ামওয়ালা বিষয়টি সম্বন্ধে পরে বলিব। ইহা একটি দীর্ঘ উদ্ধৃতি। অতএব প্রথমে উপরোক্ত দুই ধরণের লোক সম্বন্ধে বলা প্রয়োজন। তিনি বলেন :—

"এই ব্যাপারেও দুই ধরণের লোক দেখিতে পাওয়া যায়। একটি দলতো এইরূপ যে, তাহারা স্ত্রীলোকদিগকে সম্পূর্ণরূপে বাঁধন-হারা ও লাগামহীন করিয়া দিয়াছে! তাহাদের উপর ধর্মের কোন প্রভাবই পড়েনা এবং তাহারা প্রকাশ্যে ইসলাম বিরোধী কাজ করে এবং কেহই তাহাদিগকে জিজ্ঞাসা করে না। কোন কোন এইরূপ ব্যক্তি রহিয়াছে যে তাহারা স্ত্রীলোকদিগকে বাঁধন-হারা ও লাগামহীন করিয়াতো দেয় নাই, কিন্তু ইহার মোকাবেলায় এইরূপ কঠোরতা ও পাবন্দী করিয়াছে যে, তাহাদের ও পশুর মধ্যে কোন তফাৎ করিতে পারা যায়না এবং তাহাদের সহিত পতিতা ও জানোয়ার হইতেও নিকৃষ্টতর আচরণ করা হয়। তাহারা এইরূপ নির্দয় হইয়া মারে যে, কিছুই বুঝা যায়না যে সম্মুখে কোন জীবন্ত সত্ত্বা রহিয়াছে কি নাই। মোটকথা, তাহারা খুবই মন্দ আচরণ করিয়া থাকে। এমনকি পাঞ্জাবে প্রসিদ্ধ প্রবাদ রহিয়াছে যে স্ত্রীলোকদিগকে পায়ের জুতার সহিত তুলনা করিয়া বলা হয় যে, একটি খুলিয়া অন্যটি পড়িয়া নিলাম। ইহা খুব সাংঘাতিক কথা এবং ইসলামী শায়েরের (ইসলামী নীতি ও আচরণ মালার) পরিপন্থী। রসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম সকল বিষয়ে আমাদের জন্য নির্ভুল ও পূর্ণাঙ্গ দৃষ্টান্ত। তাঁহার জীবনের প্রতি তাকাইয়া দেখ, তিনি স্ত্রীলোকদের সহিত কিরূপ আচরণ করিতেন। আমার নিকট ঐ সকল ব্যক্তি ভীরু ও কাপুরুষ, যাহারা স্ত্রীলোকদের মোকাবেলায় দণ্ডায়মান হয়।

ইহাই কাওয়ামের ব্যাখ্যা। অতঃপর আরও সম্মুখে অগ্রসর হইলে জানা যাইবে যে, কাওয়ামের এই অর্থ নয় যে স্ত্রীলোকদের মোকাবেলায় দাঁড়াইয়া যাও এবং তাহাদের সহিত

বড় বড় অহংকারসূচক কথা বল ও তাহাদিগকে দাবাও এবং তাহাদিগকে গালাগালি কর। ইহা সম্পূর্ণরূপে ভুল। কাওয়ামের সহিত নিশ্চয়ই ইহার সম্পর্ক নাই। কাওয়ামের অর্থ হইল ন্যায় বিচার প্রতিষ্ঠাকারী এবং ভারসাম্য প্রতিষ্ঠাকারী। ইহার অর্থ হইল সকল চরম সীমা হইতে নিজেকে রক্ষা করা এবং নিজ গৃহকেও বিভিন্ন চরম সীমা হইতে রক্ষা করা। একদিকে স্ত্রীলোককে এইরূপ স্বাধীনতা দিওনা যে, সে বেহায়াপনা আরম্ভ করিয়া দিবে, উচ্ছৃংখলতা আরম্ভ করিয়া দিবে এবং সঙ্গে সঙ্গে নিজের সন্তানদেরকে বরবাদ করিয়া দিবে এবং তাহাদিগকে সঙ্গে লইয়া ডুবিবে এবং অন্যদিকে স্ত্রীলোকের সহিত এইরূপ কঠোর হইওনা, যাহার ফলশ্রুতিতে প্রত্যহ গৃহ জাহান্নামের নমুনায় পরিণত হয়। কার্যতঃ উভয় অবস্থাই হইল জাহান্নাম এবং উভয় জাহান্নামের জন্য পুরুষ দায়ী হইবে। এই দ্বিতীয় জাহান্নামটি হইল পৃথিবীর। মানুষ এই পৃথিবীতে জাহান্নাম সৃষ্টি করে এবং যখন স্ত্রীলোকদিগকে সম্পূর্ণরূপে অবাধ স্বাধীনতা দিয়া দেয়, তখন নিজের জন্য এবং নিজের সন্তানদের জন্য পরকালে জাহান্নাম সৃষ্টি করিতে থাকে। হযরত মসীহ মওউদ আলাইহেস সালাতু ওয়াস সালাম বলেন :—

"এক ব্যক্তি সম্বন্ধে বর্ণিত হইয়াছে যে, সে একবার খৃষ্টান হইল। তখন তাহার স্ত্রীও তাহার সঙ্গে খৃষ্টান হইয়া গেল। প্রথমে সে মদ্যপান, ইত্যাদি আরম্ভ করিল। অতঃপর পর্দাও ছাড়িয়া দিল। অন্য পুরুষের সঙ্গেও মেলামেশা করিতে লাগিল। স্বামী যখন পুনরায় ইসলামের দিকে প্রত্যাবর্ত্তন করিল তখন সে স্ত্রীকে বলিল যে, তুমিও আমার সঙ্গে মুসলমান হও। সে বলিল, এখন আমার পক্ষে মুসলমান হওয়া মুস্কিল। মদ্যপান, স্বাধীনতা ও ইত্যাকার আনুষঙ্গিক বস্তুর যে অভ্যাস হইয়া গিয়াছে, এখন ঐগুলি ত্যাগ করা যায় না।"

হযরত মসীহ মওউদ আলাইহেস সালাতু ওয়াস সালাম বলেন :—

"পুরুষ হইল নিজ গৃহের ইমাম। অতএব, সে নিজেই যদি মন্দ প্রভাব ও মন্দ ক্রিয়া কায়েম করে, তাহা হইলে গৃহে বিপুল পরিমানে মন্দ প্রভাব ও মন্দ ক্রিয়া কায়েম হওয়ার আশংকা রহিয়াছে। পুরুষের উচিত সে যেন, নিজের শক্তিকে সঠিকভাবে ও সঠিক মওকায় প্রয়োগ করে।"

ইহাই হইল কাওয়ামের বিস্তারিত তফসির। মনোযোগের সহিত ইহা শ্রবণ করা উচিত। প্রথমে নিজে ভারসাম্য রক্ষা কর। প্রথমে নিজে ন্যায় বিচার প্রতিষ্ঠা কর ও নিজের ভাবাবেগকে সঠিক ভাবে প্রয়োগ করিতে শিখ। হযরত মসীহ মওউদ আলাইহেস সালাতু ওয়াস সালাম বলেন :—

"তাহা হইলে গৃহে বিপুল পরিমাণে মন্দ প্রভাব ও মন্দ ক্রিয়া কায়েম হওয়ার অশংকা রহিয়াছে। পুরুষের উচিত, সে যেন নিজের শক্তিকে সঠিকভাবে ও সঠিক মওকায় প্রয়োগ করে। উদাহরণস্বরূপ, ক্রোধের এক স্বভাবজাত প্রবৃত্তি রহিয়াছে। ইহা সীমাতিরিক্ত হইলে

পাগলামীর লক্ষনাবলীতে পর্য্যবসিত হয়। পাগলামী ও ইহার মধ্যে খুব সামান্য তফাৎ রহিয়াছে। যে ব্যক্তি ভয়ানক রাগী, তাহার নিকট হইতে জ্ঞানের উৎসমুল ছিনাইয়া নেওয়া হয়।"

ইহা খুবই গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। যে ব্যক্তি ভয়ানক রাগী, তাহার নিকট হইতে জ্ঞানের উৎসমুল ছিনাইয়া নেওয়া হয়। তিনি বলেন :—

"বরং যদি কেহ বিরুদ্ধবাদী হয়, তাহা হইলে তাহার সঙ্গেও ক্রোধের শিকার হইয়া আলোচনা করিও না।"

তবলীগ করার সময়ও ইহা খুবই গুরুত্বপূর্ণ কৌশল। যখন কেহ গালাগালি শুরু করিয়া দেয় এবং হযরত মসীহ মওউদ আলাইহেস সালাতু ওয়াস সালাম সম্বন্ধে মন্দ ভাষা ব্যবহার করে, বা অন্যভাবে জামাতের বিরুদ্ধে কথা বলে, তাহা হইলে এমতাবস্থায় নীরবে ঐ মজলিস হইতে উঠিয়া আসা উত্তম। কেননা ক্রোধাসক্ত অবস্থায় কাহাকেও সত্য পয়গাম পৌঁছানোর যোগ্যতাও মানুষের থাকে না। হযরত মসীহ মওউদ আলাইহেস সালাতু ওয়াস সালাম বলেন :—

"পুরুষের এই সকল বিষয় ও বৈশিষ্টাবলী স্ত্রীলোক দেখিয়া থাকে। সে দেখে যে আমার স্বামীর মধ্যে বদান্যতা, গাম্ভীর্য্য ও ধৈর্য্যের মত তাকওয়ার (খোদাভীতির) অমুক অমুক বৈশিষ্ট রহিয়াছে কি'না। স্বামীর তাকওয়া যাচাই করার যেরূপ সুযোগ স্ত্রীলোক পাইয়া থাকে, তদ্রুপ সুযোগ অন্য কেহ পাইতে পারে না। এই জন্য স্ত্রীলোককে গোপন চোরও বলা হইয়াছে। কেননা সে গোপনে গোপনে (স্বামীর) স্বভাব চরিত্র চুরি করিতে থাকে। এমনকি অবশেষে একসময় (স্বামীর) সম্পূর্ণ স্বভাব চরিত্র সে হাসেল করিয়া ফেলে।"

অতঃপর তিনি বলেন :—

"এমন কোন যুগ নাই, যাহাতে ইসলামী স্ত্রীলোকেরা সালেহীয়তে'র মধ্যে ছিল না, যদিও অল্প ছিল, কিন্তু ছিল নিশ্চয়ই। যে ব্যক্তি স্ত্রীকে 'সালেহ' (পুণ্যবতী) বানাইতে চায়, তাহার নিজকে 'সালেহ' হইতে হইবে। আমাদের জামাতের জন্য জরুরী যে, নিজের পরহেজগারীর জন্য স্ত্রীলোকদিগকে ফরহেজগারী শিখাইতে হইবে। অন্যথা সে গুনাহ্‌গার হইবে। যখন কিনা সে তাহার সম্মুখে আসিয়া বলিতে পারে যে, তোমার মধ্যে অমুক অমুক দোষ রহিয়াছে, তখন তাহার স্ত্রী খোদাকে কি ভয় করিবে ? যখন তাকওয়া থাকে না, তখন এমতাবস্থায় সন্তানেরাও অপবিত্র হইয়া যায়। সন্তানদের পবিত্র হওয়ার জন্য পবিত্র সেলসেলার প্রয়োজন। যদি ইহা না হয়, তাহা হইলে সন্তানেরা খারাপ হইয়া যায়। এই জন্য সকলের তওবা করা উচিত এবং স্ত্রীলোকদিগকে নিজেদের নমুনা দেখানো উচিত। স্ত্রী স্বামীর গুপ্তচর হইয়া থাকে। সে নিজের পাপ তাহার নিকট গোপন রাখিতে পারে না। এতদ্ব্যতীত স্ত্রীলোকদের লুক্কায়িত জ্ঞান থাকে। ইহা ধারণা করা উচিত নয় যে তাহারা বোকা। তাহারা গোপনে তোমাদের সকল প্রভাব গ্রহণ করে। যখন স্বামী সরল পথে থাকিবে, তখন স্ত্রী তাহাকেও ভয় করিবে এবং খোদাকেও ভয় করিবে। এইরূপ দৃষ্টান্ত দেখানো উচিত, যাহাতে স্ত্রীর এই দৃঢ় বিশ্বাস হইয়া যাইবে যে, পৃথিবীতে আমার স্বামীর মত আর কোন নেক ব্যক্তি নাই এবং তাহাকে ইহা বিশ্বাস করিতে হইবে যে, সে (স্বামী) সুক্ষ্ম হইতে সুক্ষ্ম নেকীর পাবন্দী করে। যখন স্ত্রীর এই বিশ্বাস হইয়া যাইবে তখন ইহা সম্ভবপর নয় যে, সে নিজে নেকীর বাহিরে থাকিবে। সব নবী ও ওলীগণের স্ত্রীগণ এই জন্য নেক ছিলেন যে, তাঁহাদের উপর নেক প্রভাব পড়িত। যখন পুরুষ পাপী ও ফাসেক হয়, তখন তাহাদের স্ত্রীরাও অনুরূপ হইয়া থাকে। একজন চোরের স্ত্রীর এই চিন্তা কখনও হইতে পারে যে, আমি তাহাজ্জুদ পড়িব ? স্বামী যখন চুরি করিতে যায়,

তখন স্ত্রী কি ঘরে বসিয়া তাহাজ্জুদ পড়ে? الرجل قوامون على النساء (পুরুষেরা স্ত্রীলোকদের উপর কাওয়াম অর্থাৎ তত্ত্বাবধায়ক) কথাটা এই জন্য বলা হইয়াছে যে, স্ত্রীলোকেরা স্বামী দ্বারা প্রভাবিত হয়। স্বামী যে পরিমাণে সালেহীয়াত এবং তাকওয়া বৃদ্ধি করিবে, স্ত্রীলোকেরা উহা হইতে কিছু অংশ নিশ্চয়ই গ্রহণ করিবে। অনুরূপভাবে যদি তাহারা বদমায়েশ হয়, তাহা হইলে স্ত্রীলোকেরা বদমায়েশী হইতে অংশ গ্রহণ করিবে।"

এইখানে আসিয়া বিষয়টি সম্পূর্ণরূপে পরিস্কার হইয়া যায় যে, কাওয়ামের অর্থ কি? কাওয়ামের অর্থ এই নয় যে পুরুষেরা নিজেদের যাহা মর্জি করিয়া বেড়াইবে এবং লাঠি মারিয়া স্ত্রীদিগকে ঠিক করিবে। কাওয়ামের অর্থ এই যে পুরুষ নিজকে সংশোধন করিবে। কেননা, তাহারা যাহাকিছু করে স্ত্রীলোকেরা তাহাদের দ্বারা প্রভাবিত হয় এবং যেহেতু তাহারা প্রভাব গ্রহণ করে, অতএব স্বামীদের জন্য ইহা জরুরী যে তাহারা নিজেদের সংশোধন করিবে এবং এই সংশোধনকে প্রভাবরূপে নিজেদের স্ত্রীদের মধ্যে প্রচলন করিবে।

কোন কোন সময় কোন কোন পুরুষ মন্দাচরণ দেখাইয়া থাকে বা কেবল মাত্র এই জন্য স্ত্রীকে ত্যাগ করে যে সে বলে যে তাহার অমুক জিনিষটি আমি পছন্দ করি না এবং তাহার অমুক অভ্যাসটি আমি সহ্য করিতে পারি না। কিন্তু সে এই কথা ভুলিয়া যায় যে. যদি কাহারো পাপের জন্য তাহাকে পরিত্যাগ করিতে হয়, তাহা হইলে তো খোদার সহিত বান্দার সম্পর্ক স্থাপিত হইতেই পারে না।

এমন কোন মানুষ নাই, যে নাকি সকল প্রকার দুর্বলতা হইতে মুক্ত। তাহা হইলে স্বামী কি সকল দুর্বলতা হইতে মুক্ত? তাহার মধ্যে কি এইরূপ অভ্যাস নাই, যাহা স্ত্রী অপছন্দ করে? আঁ-হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম কোন একটি উপলক্ষে বলিয়াছেন যে, একজন মোমেন নিজের মোমেন স্ত্রীর প্রতি বিদ্বেষ ও ঘৃণা পোষণ করিবে না। যদি তাহার কোন স্বভাব ও আচরণ তাহার নিকট অপছন্দনীয় হয়, তাহা হইলে তাহার অন্য কোন স্বভাব ও আচরণ উত্তম ও পছন্দনীয় তো রহিয়াছে। তাহা হইলে তাহার সহিত কেন সম্পর্ক স্থাপন করিবে না? অতএব, সমাজের সংশোধনের জন্য ইহা একটি খুবই গুরুত্বপূর্ণ এবং খুবই গভীর একটি প্রজ্ঞাপূর্ণ গোপন বিষয় যে একে অন্যের মন্দ স্বভাবের প্রতি দৃষ্টিপাত করার পরিবর্তে তাহার স্বভাবের উত্তম দিকগুলির প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া প্রেম ও ভালবাসা বৃদ্ধি করার চেষ্টা কর। যেমন বিনা একজন মানুষও এইরূপ নাই, যে নাকি পাপ হইতে মুক্ত. তেমনি ভাবে এমন একজন মানুষও আপনারা দেখিতে পাইবেন না, যে নাকি সৌন্দর্য্য হইতে বঞ্চিত। কুৎসিৎ হইতে কুৎসিৎতর মানুষের মধ্যেও এবং মন্দ হইতে মন্দতর স্বভাববিশিষ্ট মানুষের মধ্যেও সৌন্দর্যের কোন কোন দিক মওজুদ রহিয়াছে। অতএব, ইহা ঐ গোপন রহস্য, যাহার ফলশ্রুতিতে মানুষ সমাজে পারস্পরিক ভালবাসার বন্ধনে আবদ্ধ হইয়া থাকে। অন্যথা দোষ-ত্রুটি অন্বেষণ করিতে থাকিলে কোন দুইজন মানুষের মধ্যে কখনো ভালবাসার সম্পর্ক কায়েম থাকিতে পারে না।

স্ত্রীলোকদের সম্বন্ধে গতবার আমি বলিয়াছিলাম যে, কোরআন করীম কোন কোন শর্ত সাপেক্ষে স্ত্রীলোকদিগকে শারীরিক শাস্তি দেওয়ার অনুমতি দান করিয়াছে। ইহার উপর ভিত্তি করিয়া পুরুষেরা অন্যায়ভাবে ইহা প্রয়োগ করিতে স্ত্রীলোকদিগকে মারার ব্যাপারে কেবলমাত্র জলদীই করে না, বরং সীমা লংঘন করিয়া থাকে এবং শর্তসমূহের প্রতি দৃষ্টিপাত করে না। যেমন কিনা আমি বলিয়াছি যে, আঁ-হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামের আদর্শ ও দৃষ্টান্ত হইতে আমরা জানিতে পারি যে, আঁ-হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম একবারও স্বীয় স্ত্রীগণের উপর হাত উঠান নাই। কেবলমাত্র ইহাই নহে; বরং যেমন কিনা আমি রেওয়ায়েত বর্ণনা করিয়াছিলাম,—একদা হযরত আবু বকর (রাঃ) হযরত আয়েশা (রাঃ) কে শাস্তি দিতে আরম্ভ করিয়াছিলেন। আঁ-হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম হযরত আবু বকর (রাঃ) এর শাস্তি হইতে তাঁহার কন্যাকে রক্ষা করেন।

এই বিষয়ে আরো একটি হৃদয়গ্রাহী রেওয়ায়েত দেখিতে পাওয়া যায়। হযরত ওমর (রাঃ)-এর নিজস্ব মেজাজ ছিল। হযরত আবু বকর (রাঃ) এবং হযরত ওমর (রাঃ)-এর মেজাজের মধ্যে বড় পার্থক্য রহিয়াছে। হযরত আবু বকর (রাঃ) এর মেজাজ যারপর নাই কোমল ছিল। এতদসত্ত্বেও হযরত আয়েশা (রাঃ) এর উপর হাত উঠানো হইতে বুঝিতে পারা যায় যে, হযরত রসুল আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামের প্রতি তাঁহার ভালবাসা কত গভীর ছিল। কিন্তু অন্যদের ব্যাপারে তাঁহার এই খেয়াল হইত না যে, তাহাদের প্রতি কঠোরতা অবলম্বন করিতে হইবে। অর্থাৎ হযরত আবু বকর (রাঃ) সম্বন্ধে এইরূপ কোন হাদীস পাওয়া যায় না যে, তিনি আঁ-হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামের নিকট এই দাবী করিয়াছেন যে, অমুক অমুকের উপর কঠোরতা অবলম্বন করা উচিত। কিন্তু হযরত ওমর (রাঃ)-এর মেজাজ ছিল ভিন্ন। এই জন্য তিনি সমাজের মধ্যে মন্দকাজ দেখিলে সহ্য করিতে পারিতেন না এবং তৎক্ষণাৎ কঠোরতা অবলম্বন করার প্রতি ঝুঁকিয়াও পড়িতেন এবং উপদেশও ইহাই দান করিতেন। আবু দাউদ, ইবনে মাজা এবং দারেমী প্রভৃতির মেশকাতের হাওয়ালা হইতে রেওয়ায়েত আছে যে, হযরত আয়াজ বিন আবদুল্লাহ বর্ণনা করেন যে, একদা আঁ-হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম বলেন لا تضربوا اماء الله দেখ, আল্লাহর দাসীদিগকে মারিও না। নসিহত করার কি আশ্চর্যজনক ও সুন্দর পদ্ধতি! তিনি (সাঃ) বলেন, দেখ, ইহারা আল্লাহর দাসী 'ইমাউল্লাহ্'। ইহাদের উপর হাত উঠাইও না। খোদাকে ভয় কর। স্ত্রীলোকদের উপর খোদার প্রীতির দৃষ্টি পতিত হয়। ইহারা তাঁহার দাসী। পুরুষ দিগকে স্ত্রীলোকদের উপর হাত উঠানো হইতে বিরত করার জন্য ইহার চাইতে অধিক আর কি সুন্দর পদ্ধতি ভাবা যাইতে পারে? সমাজের উপর ইহার এত গভীর প্রভাব পড়িয়া ছিল যে

আপনারা বাহ্যতঃ এই ছোট একটি কথা শুনিয়া ধারণাও করিতে পারিবেন না যে, যেই যেই ব্যক্তির নিকট এই কথা পেঁাছিয়াছিল তাহাদের উপর ইহার প্রভাব কি বিপুল পরিমাণে পড়িয়াছিল। ইহার কয়েকদিন পরে হযরত ওমর (রাঃ) তাঁহার (সাঃ) খেদমতে উপস্থিত হইয়া আরজ করিলেন যে, হে রসুলুল্লাহ! স্ত্রীলোকেরা তাহাদের স্বামীদের উপর প্রবল হইয়া গিয়াছে। অর্থাৎ এই ছোট একটি কথা, যাহাকে আপনারা বাহ্যতঃ ছোট মনে করিতেছেন যে, দেখ, আল্লাহর দাসীদের উপর হাত উঠাইও না", উহার দ্বারা সমগ্র মদিনায় মুসলমানদের অবস্থার এইভাবে পরিবর্তন হইল এবং এইভাবে তাহাদের রঙ পরিবর্তন হইল যে, হযরত ওমর (রাঃ) কে এই অভিযোগ করিতে হইল যে, হে রসুলুল্লাহ! স্ত্রীলোকেরা তাহাদের স্বামীদের উপর প্রবল হইয়া গিয়াছে এবং তাহাদের হিম্মত ও সাহস সীমা অতিক্রম করিয়াছে। ইহাতে তিনি (সাঃ) স্ত্রীলোকদিগকে ধমক ও বকাঝকা করার অনুমতি দান করেন। কিন্তু এতদ্‌সত্বেও তিনি (সাঃ) স্ত্রীলোকদিগকে মারার অনুমতি দান করেন নাই। অতঃপর ইহার কিছুদিন পরে অনেক স্ত্রীলোক উম্মুল মোমেনীনগণের নিকট আসিয়া নিজেদের স্বামীদের বিরুদ্ধে অভিযোগ পেশ করিতে আরম্ভ করিল। ইহা শুনিয়া হযরত রসুল আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম সাহাবাদিগকে বলিলেন, "মোহাম্মদ (সাঃ)-এর স্ত্রীগণের নিকট অনেক স্ত্রীলোক তাহাদের স্বামীদের বিরুদ্ধে অভিযোগ লইয়া আসিয়াছে। তোমাদের মধ্যে ঐ সকল ব্যক্তি উত্তম নয়, যাহারা নিজেদের স্ত্রীদের সঙ্গে অসদাচরণ করে।"

এই রঙে হযরত আকদাস মোহাম্মদ মোস্তফা সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম সমাজের তরবীয়ত করিতেন এবং আদব শিখাইতেন। ঐ রঙই আজিও আমাদের কাজে আসিবে। কেননা ইহা ঐ রঙ, যাহা পুরাতন হইতে পারে না। না সূর্য্যের উত্তাপ ইহাকে ম্লান করিতে পারে, না বৃষ্টিপাত এই রঙকে ময়লা করিতে পারে। ইহা চিরস্থায়ী রঙ। ইহা পৃথিবীর সর্ব ঋতুতে জ্বল জ্বল করিয়া দীপ্তি দান করে এবং সৌন্দর্য্য বিকশিত করে। অতএব, সমাজের সংস্কারের জন্য আজিও ইহাই প্রতিকার। ঐ ভারসাম্য সৃষ্টি করুন, যাহা হযরত আকদাস মোহাম্মদ মোস্তফা সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম সৃষ্টি করিতে চাহিয়াছিলেন এবং তাঁহার (সাঃ) নিজ গৃহে সৃষ্টি করিয়া দেখাইয়াছিলেন।

ক্রমশঃ

[কাদিয়ান হইতে প্রকাশিত সাপ্তাহিক 'বদর' পত্রিকা, ১০ই এপ্রিল, ১৯৮৬ইং]

অনুবাদক :—**নাজির আহমদ ভুঁইয়া**

"সেই ব্যক্তিও বড়ই নির্বোধ, যে এক দুরন্ত, পাপী, দুরাত্মা এবং দুরাশয় ব্যক্তির পীড়নে চিন্তিত; কারণ সে (দুরাশয় ব্যক্তি) নিজেই ধ্বংস হইয়া যাইবে। যদাবধি খোদা আকাশ ও পৃথিবীকে সৃষ্টি করিয়াছেন, তদাবধি এরূপ ব্যাপার কখনও ঘটে নাই যে, আল্লাহ সাধু ব্যক্তিকে বিনষ্ট ও ধ্বংস করিয়াছেন এবং তাহাদের অস্তিত্ব বিলোপ করিয়া দিয়াছেন; বরং তিনি তাঁহাদিগের সাহায্যকল্পে চিরকালই মহা নিদর্শন সমূহ প্রদর্শন করিয়াছেন এবং এখনও করিবেন।"

['আমাদের শিক্ষা' ১৭ পৃঃ —হযরত ইমাম মাহদী (আঃ)]

জুময়ার খোৎবা

(সার সংক্ষেপ)

সৈয়্যদনা হযরত খলিফাতুল মসীহ রাবে' (আইঃ)

[১৭ই জানুয়ারী ১৯৮৬ লণ্ডনস্থ মসজিদে ফজলে প্রদত্ত]

কুদরতওয়ালা খোদার সহিত এমন রঙে সম্পর্ক কায়েম করুন যেন খোদাতায়ালার কুদরত আপনাদের মধ্যে প্রকাশিত হয়।

খোদা করুন, যেন আমরা আল-মুকতাদের (সর্ব সক্ষম) খোদার রহমতের জালওয়া সমুহ প্রতিদিন নিজেদের গৃহে প্রত্যক্ষ করতে থাকি।

তাশাহুদ, তায়াওউয ও সুরা ফাতেহা পাঠের পর হুজুর (আইঃ) সুরা আল-আনয়ামের ৬৬ থেকে ৬৮ নং আয়াত তেলাওয়াত করেন, আয়াতগুলির তরজমা নীচে দেওয়া হলো :—

"তুমি (তাদেরকে) বলে দাও যে তিনি কুদরত (ক্ষমতা) রাখেন তোমাদের উপরের দিক থেকে তোমাদের উপর আযাব অবতীর্ণ করার অথবা তোমাদের পায়ের নীচে থেকে, অথবা তোমাদেরকে পরস্পর বিভিন্ন দলে (বিভক্ত করে) সংমিশ্রিত করার এবং (এই ভাবে) তোমাদেরকে একে অন্যের দ্বারা দুঃখ-কষ্টের স্বাদ গ্রহণ করাবার ; দেখ, আমরা দলিল-প্রমাণ সমুহ কিরূপে বারবার বর্ণনা করি, যাতে তারা বুঝতে পারে।"

এবং তোমার জাতি এ বিষয়টিকে (অর্থাৎ মোহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামের পয়গামকে) মিথ্যা বলে প্রত্যাখ্যান করেছে, অথচ উহা সত্য ; তুমি তাদেরকে বলে দাও যে, আমি তোমাদের জন্য জিম্মাদার নই। প্রতিটি ভবিষ্যদ্বাণীর জন্য একটি সময়সীমা নির্ধারিত আছে, এবং তোমরা অচিরেই (প্রকৃত অবস্থা বা সত্যকে) জানতে পারবে।"

হুজুর (আইঃ) আয়াতগুলির তরজমা বর্ণনা করে বলেন যে, এ আয়াতগুলি তিন প্রকারের আযাব সম্বন্ধে সংবাদ জানাচ্ছে।

হুযরত নবী করীম (সাঃ)-এর রহমত ও স্নেহ-মমত্ব ঃ

হুজুর (আইঃ) 'সহী বোখারী'-এর তফসীর সংক্রান্ত অধ্যায়ে বর্ণিত একটি হাদীসের বরাত দিয়ে বলেন যে হযরত নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামের উপরে এ আয়াত সমুহ যখন নাযেল হয়, তখন তিনি প্রথমোক্ত দু'প্রকারের আযাবের সংবাদে আল্লাহ

তায়ালা থেকে তাঁর চেহারা, তাঁর আজমত, মাহাত্ম্য, শান ও মহিমার আশ্রয় প্রার্থনা করলেন, এবং তৃতীয় প্রকারের আযাবের সংবাদ সম্বন্ধে বললেন যে, ইহা অপেক্ষাকৃতভাবে লঘু ও সহজ।

হুজুর বলেন, উক্ত বর্ণনাটি দ্বারা হযরত নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামের মানবজাতির প্রতি দরদ ও সহানুভূতির দিকটি কত প্রবল ছিল তারই পরিচয় বহণ করে। উক্ত আযাব বিরুদ্ধবাদীদের জন্য নির্দিষ্ট। একজন 'আরিফ বিল্লাহ' (তত্ত্ব-দর্শী), খোদাতায়ালার পক্ষ থেকে সরাসরি নাযেলকৃত আযাবকে কঠিন বলে অনুভব করে, সেই আযাবের তুলনায় যার মধ্যে মানুষের হাত কাজ করে। সেজন্য হুজুর আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম তাঁর শত্রুদের ক্ষেত্রেও কার্যতঃ অপেক্ষাকৃত সহজ ভাবে পাকড়াওয়ের জন্য দোওয়া করেছেন এবং আল্লাহ তাঁর দোওয়া কবুল হওয়ার নিদর্শনাবলী ইসলামের প্রথম যুগেও দেখিয়েছেন। তারা পূর্ববর্তী জাতিবর্গের ন্যায় এমনভাবে নৈসর্গিক আযাব সমূহের শিকার হয় নাই,—তাদের উপর আকাশ থেকে পাথর বর্ষিত হয় নাই অথবা নুহ (আঃ)-এর জাতির ন্যায় ধ্বংস হয় নাই। বরং হযরত নবী করীম (সাঃ)-এর সহিত সম্পৃক্ত দুশমনদেরকে যত রকম আযাবই দেয়া হয়েছে সে গুলিতে আল্লাহতায়ালা মানব হস্তকে অধিকার দান করেছেন।

নবী করীম (সাঃ)-এর ইকতেদারী (ঐশী শক্তি সম্পন্ন) নিদর্শনাবলীঃ

হুজুর (আইঃ) হযরত মসীহ মওউদ আলাইহিস সালাম কর্তৃক বর্ণিত একটি উদ্ধৃতি পাঠ করে শোনান, যার মধ্যে আঁ-হযরত (সাঃ)-এর ইকতেদারী (ঐশী-শক্তি সম্পন্ন) ভবিষ্যদ্বাণী বা নিদর্শনাবলীর উল্লেখ করে তিনি ইরানের কিসরা খুসরু পারভেজের ঘটনাটি বর্ণনা করেছেন। সে আঁ-হযরত (সাঃ)-এর পবিত্র পত্র পাওয়াতে হুজুর আকরাম (সাঃ) কে গ্রেফতার করবার আদেশ জারী করেছিল। কিন্তু পরবর্তীতে আল্লাহতায়ালার তকদীর অনুযায়ী সে তার নিজের পুত্রের হাতেই নিহত হয়।

হুজুর (আইঃ) বলেন যে, ইকতেদারী নিদর্শন শুধু দুশমনকে ধ্বংস করার উদ্দেশ্যে ইলাহী আযাবের আকারেই প্রকাশিত হয় না, বরং আপনজনদের সাহায্যে ও অনুকূলে রহমত ও স্নেহ-মমত্বের আকারেও প্রকাশিত হয়ে থাকে, এবং কোন কোন সময় উক্ত উভয় ধারা যুগপৎ প্রকাশিত হয়। এ প্রসঙ্গে হুজুর (আইঃ) হযরত মসীহ মওউদ (আঃ) বর্ণিত একটি ঘটনাও শোনান:

ঐশী সাহায্য-সহায়তা সম্বলিত ইকতেদারী নিদর্শনাবলীঃ

হুজুর বলেন, আঁ-হযরত (সাঃ)-কে ঐশী সাহায্য-সম্বলিত ইকতেদারী নিদর্শনাবলী এত বিপুল ভাবে দেখানো হয়েছে যে, সেগুলি গণনাতীত। এ প্রসঙ্গে হুজুর (আইঃ) হযরত মসীহ মওউদ (আঃ)-এর ভাষায় বদরের যুদ্ধে কাফেরদের প্রতি কাঁকরমুষ্ঠি নিক্ষেপের ঘটনা উল্লেখ করেন, যা হুজুর আকরাম (সাঃ) কোন দোওয়া ব্যতিরেকে, বরং শুধু নিজের রুহানী শক্তির দ্বারা নিক্ষেপ করেছিলেন, কিন্তু উহা খোদায়ী (ঐশ্বরিক) শক্তি দেখিয়েছিল,

এবং নেপথ্যে 'এলাহী তাকত' কার্যকরী হয়েছিল। হুজুর বলেন, ইহা ছিল 'সাহায্য সূচক ইকতেদারী' নিদর্শন, যা মুমেনদেরকে দেখানো হয়েছিল। তেমনিভাবে হুজুর (আইঃ) শক্কুল-কামার' (চন্দ্র বিদীর্ণ হওয়া)-এর নিদর্শনেরও উল্লেখ করেন, আঁ-হযরত (সাঃ)-এর একটি অঙ্গুলী-হেলনে, যা কিনা এলাহী শক্তিতে ভরপুর ছিল, সংঘটিত হয়েছিল।

হুজুর (আইঃ) হাদীসাবলী এবং হযরত মসীহ্ মওউদ (আঃ)-এর উদ্ধৃতিসমূহ থেকে আঁ-হযরত (সাঃ)-এর বিভিন্ন ঐশী সাহায্য সম্বলিত ইকতেদারী নিদর্শনাবলীর উল্লেখ করেন, যেগুলিতে খাদ্য বা পানীয় দ্রব্যে বরকত দান করার, আহত ব্যক্তিদের জখম নিরাময় করার এবং রোগীদের আরোগ্যদানের অলৌকিক ঘটনাবলীর বিবরণ রয়েছে।

হযরত মসীহে মওউদ (আঃ)-এর ইকতেদারী নিদর্শনাবলী ঃ—

হুজুর বলেন, কেউ যেন একথা না বলতে পারে যে, এসব কিছু অতীতের কেস্সা-কাহিনী, সে জন্য আল্লাহতায়ালা বর্তমান যুগে আঁ-হযরত (সাঃ)-এর গোলামীতে আগমনকারী তাঁর সত্যিকার মহান প্রেমিক হযরত মসীহ মওউদ (আঃ)-এর হাতেও 'ইক্‌তেদারী' নিদর্শনাবলী প্রকাশ করেছেন। এমনিধারায় আঁ-হযরত (সাঃ)-এর গোলামদেরকে একীন ও নিশ্চয়তা দান করেছেন যে, কিয়ামত অবধি ইক্‌তেদারী নিদর্শনাবলী তিনি জারী রাখবেন। হুজুর (আইঃ) হযরত মসীহ মওউদ (আঃ)-এর কয়েকটি ইকতেদারী নিদর্শনেরও উল্লেখ করেন। সেই সঙ্গে হুজুর বলেন যে, ইক্‌তেদারী নিদর্শনাবলী প্রকাশিত হওয়ার জন্য সাধারণ মানুষদের তুলনায় স্বতন্ত্র ও অসাধারণ পরিবর্তন সৃষ্টি হওয়াটা আবশ্যকীয়। যদি মানুষ খোদাতায়ালার খাতিরে নিজের মধ্যে অসাধারণ পরিবর্তন আনয়ন করে তাহলে এমতাবস্থায় খোদাতায়ালা ইক্‌তেদারী নিদর্শনাবলী দেখান ; এবং এ বিষয়টি শুধু নবীদের সহিতই একান্তভাবে সম্পর্ক যুক্ত নয়। হযরত নবী করীম (সাঃ)-এর সাহাবাদেরকেও ঐ বরকত দান করা হয়েছিল। হযরত মসীহ মওউদ (আঃ)-কেও প্রদান করা হয় এবং তাঁর সাহাবাদের দ্বারাও ইক্‌তেদারী নিদর্শনাবলী প্রকাশিত হয়।

খোদাতায়ালার সহিত 'ইক্‌তেদারী' সম্পর্ক স্থাপনের উপদেশ ঃ

হুজুর বলেন, 'ইক্‌তেদার'-এর অর্থ হলো সাধারণ তকদীর থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে প্রাধান্য লাভকারী তকদীর প্রকাশিত হওয়া এবং এরূপ তকদীর ঐ সকল ব্যক্তির ক্ষেত্রে প্রকাশিত হয় যারা নিজেদের রবের সহিত অসাধারণ সম্পর্ক কায়েম করেন। এ সম্পর্কটি বিভিন্ন দিক থেকে হতে পারে। হযরত নবী আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামের সকল দিক থেকেই আল্লাহতায়ালার সহিত ঐরূপ অসাধারণ সম্পর্ক প্রতিষ্ঠিত ছিল।

হুজুর বলেন, প্রতিটি ব্যক্তির মধ্যেই কোন না কোন আকার বা প্রকারে খোদাতায়ালার সহিত ইক্‌তেদারী সম্পর্ক স্থাপনের শক্তি বা ক্ষমতা নিহিত আছে। অতএব, জামাতের উচিত এ দিকে মনোযোগ নিবদ্ধ করা।

আহ্‌মদীয়াতের শত্রুদের সম্বন্ধে হযরত মসীহ মওউদ (আঃ)-এর এলহাম (ঐশীবাণী) সমূহ ঃ

হুজুর বলেন, যতদূর শত্রুদের ব্যাপার, সে প্রসঙ্গে খোদাতায়ালা হযরত মসীহ মওউদ (আঃ)-কে বিপুলভাবে এলহাম (ঐশী কালাম)-এর দ্বারা জানিয়েছেন যে, যখনই তাঁর দুশমনগণ কোন প্রকারেও তাঁর পয়গামকে নিস্তব্ধ ও বিধ্বস্ত করার চেষ্টা করবে ; তখনই আল্লাহতায়ালা ইক্‌তে-

দারী নিদর্শনাবলীর দ্বারা তাদের প্রতিটি পরিকল্পনাকে ব্যর্থতায় পর্যবসিত করে নাকাম সাব্যস্ত করেন এবং নস্যাৎ করে দিবেন। সে জন্য দুশমনের ব্যাপারে আমার চিন্তা নেই। অধিকাংশ জামাত এখন এ অপেক্ষায় বসে আছে যে, কখন এরূপ নিদর্শন প্রকাশিত হবে। হুজুর (আইঃ) তেজদীপ্ত কণ্ঠে বলেন যে, খোদাতায়ালা হযরত মসীহ মওউদ (আঃ)-এর কামিয়াবী ও সফলতা সম্বন্ধে যে সকল ওয়াদা করেছেন সেগুলি পূর্ণ হওয়ার বিষয়ে আমার বিন্দুমাত্রও সন্দেহ নেই। সেগুলি অনিবার্য ভাবেই পূর্ণ হবে। কিন্তু আমি আপনাদেরকে এই পয়গাম দিতে চাই যে, এই ধরণের মো'জেযা সমূহ যদিও কারো কারো জন্য ঈমানী শক্তি বৃদ্ধির কারণ হবে এবং কারো কারো জন্য হৃদয়ের 'ইতমিনান' ও স্বস্তির কারণ হবে। কেননা তারা পূর্ব থেকেই জানেন যে, তদ্রূপ হওয়াই অনিবার্য। কিন্তু এগুলির স্থায়ী ফায়েদা আপনাদের কি হবে? সেজন্য আল্লাহতায়ালার ইকতেদার সম্বলিত জালওয়ার জন্য অপেক্ষমান হয়ে কেন বসে আছেন? সেই জালওয়ার জন্য কেন আকাঙ্খা পোষণ করেন না, যা কি না প্রতিদিন আপনাদের জীবনে প্রকাশিত হতে পারে?

'দুঃখ-কষ্টের যুগটির দ্বারা অফুরন্ত ভাণ্ডারের অধিকারী হয়ে পড়ুন'ঃ

হুজুর বলেন, আজিকার যুগ সে উদ্দেশ্যে একটি অত্যন্ত গুরুত্ববহ যুগ। আজ বিপুলভাবে জামাতের হৃদয় ব্যথিত ও দুঃখ ভারাক্রান্ত হয়ে আছে। আজ বিপুলভাবে জামাতকে এজন্য ক্লেশাঘাত ও লাঞ্ছনা-গঞ্জনা দেয়া হচ্ছে যে তারা দাবী করে যে তারা খোদাতায়ালার সহিত সম্পর্ক যুক্ত একটি জামাত। কেবলমাত্র আল্লাহ্‌র খাতিরে আজ যদি এ জগতে কাউকে দুঃখ-যাতনা দেয়া হচ্ছে, তা'হলে তারা হলো আহ্‌মদীয়া জামাত। অতএব, এ দুঃখ-যাতনা পূর্ণ যুগটি থেকে আপনারা এক অফুরন্ত ভাণ্ডার লাভ করে নিন। উহা আপনাদের জীবনকেও গড়ে যাবে এবং আপনাদের বংশধরদেরকেও জীবন দান করবে। দুনিয়াতেও আপনাদেরকে আল্লাহতায়ালা কল্যাণ ও সৌভাগ্যের দ্বারা ভূষিত করবেন এবং আখেরাতেও কল্যাণ ও সৌভাগ্যরাজীর দ্বারা আপনাদেরকে অনুগৃহীত করা হবে।

জামাতের প্রতি দোওয়ার তাহ্‌রীকঃ

হুজুর (আইঃ) পরিশেষে দোওয়া করেন এবং সমগ্র জামাতকে দোওয়ার তাহ্‌রীক করে বলেন যে, আল্লাহতায়ালা আমাদের জামাতে সমষ্টিগতভাবেও এবং ব্যক্তিগতভাবেও আহ্‌মদীদের উপর কুদরতওয়ালা খোদা রূপে প্রকাশিত হোন। 'আল-মুকাতাদের' (সর্ব শক্তিমান) খোদারূপে প্রকাশিত হোন, যার স্নেহ-মমত্ব ও রহমতের জালওয়া সমূহ আমরা যেন প্রতিদিন আমাদের গৃহে প্রত্যক্ষ করতে থাকি। সেই খোদার সহিত যেন আমরা বসবাস ও অবস্থানকারী হই, যার হাতে রয়েছে তিনি সকল কুদরত ও ক্ষমতার চাবিকাঠি। সকল মাহাত্ম্য ও মহিমার চাবিকাঠি। তিনি কাদের ও ইকতেদারওয়ালা খোদা। কল্পনার রাজ্যেই যে অবস্থান করেন, এমন কুদরত ও ইকতেদারওয়ালা খোদা নন তিনি। বরং বাস্তব জগতেও কার্যকরীরূপে তিনি তাঁর কুদরত ও ইকতেদার সূচক নিদর্শনাবলী প্রকাশ করে থাকেন।

(সাপ্তাহিক 'আল-নসর' লণ্ডন, ১৭ই জানুয়ারী ১৯৮৬ইং)

অনুবাদ: মৌঃ আহ্‌মদ সাদেক মাহ্‌মুদ

একটি ঐশী-প্রতিশ্রুত আন্দোলনের রূপরেখা

(পূর্ব প্রকাশিতের পর-১৫)

হযরত ইমাম মাহদী (আঃ)-এর বংশ, নাম ও দৈহিক গঠন সম্পর্কিত ভবিষ্যদ্বাণীসমূহের পূর্ণতা

পবিত্র কুরআনে আল্লাহতায়ালা বলেন : "আল্লাযীনা আতাইনাহুমুল কিতাবা ইয়ারেফূনাহু কামা ইয়ারেফূনা আবনায়াহুম। আল্লাযীনা খাসেরূ আনফুসাহুম ফাহুম লা-ইউমেনুন"।

অর্থ : "আমরা যাহাদিগকে কেতাব দান করিয়াছি (অর্থাৎ মুসা (আঃ)-এর অনুসারীগণ) তাহাকে "অর্থাৎ হযরত মোহাম্মদ (সাঃ) কে) সেইভাবে চিনিয়াছে যেভাবে তাহারা তাহাদের সন্তান-সন্ততিদিগকে চিনিয়া থাকে। কিন্তু যাহারা নিজ আত্মাদিগকে ধ্বংস করিয়া ফেলিয়াছে তাহারা বিশ্বাস করিবে না"। (সুরা আনাম : ২১)।

উপরোক্ত আয়াতের মর্মানুযায়ী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ)-এর সত্যতাকে যাহারা স্বীকার করেছেন তারা তাঁর বংশ, জন্ম, দাবীর পূর্বেকার জীবন এবং দাবীর পরবর্তী ঘটনাবলীর মাধ্যমে প্রকাশিত ঐশী নিদর্শনাবলীর সাক্ষ্য সমূহ প্রত্যক্ষ করেছেন। পক্ষান্তরে আত্ম-ধ্বংসী, পাষাণ-হৃদয় ব্যক্তিগণই ঐ সকল নিদর্শন সত্ত্বেও বিশ্বাস করতে পারেনি। বস্তুতঃপক্ষে আল্লাহর প্রত্যাদিষ্ট কোন দাবীকারকের সত্যতা নিরুপন করার ঐশী পদ্ধতি উপরোক্ত আয়াত দ্বারা সাব্যস্ত হয়। এই ঐশী পদ্ধতির আলোকে আখেরী জামানার জন্য প্রতিশ্রুত ইমাম মাহদী ও মসিহ মওউদ হওয়ার দাবীকারক হযরত মির্যা গোলাম আহমদ (আঃ)-এর জন্ম ও বংশ, দৈহিক গঠন ও অন্যান্য প্রাসংগিক চিহ্নাবলী সম্পর্কিত বিভিন্ন ভবিষ্যদ্বাণী কিভাবে পূর্ণ হয়েছে তা সংক্ষেপে নীচে উল্লেখ করা হলো।

(১) পবিত্র কুরআনের সুরা সাফের প্রথম রুকুতে বলা হয়েছে যে আখেরী যুগে আগমনকারী প্রত্যাদিষ্ট মহাপুরুষ 'আহমদ' নামে অভিহিত হবেন (ইসমুহু আহমদ)। সুরা জুমার প্রথম রুকু এবং সুরা নুর (৭ম রুকু) অনুযায়ী রূপক অর্থে হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) এর দ্বিতীয় আগমন এবং "মসীলে ঈস" রূপে একজন মহাপুরুষের আগমন হওয়া অধ্যারিত ছিল এবং আহমদীয়া জামাতের মতানুসারে তাঁর আবির্ভাব হয়েছে (এ সম্বন্ধে পূর্বে আলোচিত হয়েছে)।

(২) আখেরী যামানায় আগমনকারী হযরত ইমাম মাহদী ও মসীহ মওউদ (আঃ)-এর মাধ্যমে কিভাবে সংশ্লিষ্ট বিষয়ে ভবিষ্যদ্বাণীসমূহ পূর্ণ হয়েছে তা নীচে উল্লেখ করা হলো :

(ক) বংশ, জন্ম ও নাম সম্পর্কে :—

০ "আল-মাহদীয়ু মিন ইতরাতে মিন আওলাদে ফাতেমা"

অর্থ :—আমার বংশধর হতে ফাতেমার আওলাদ হতে মাহদীর আগমন হবে।" (আবু দাউদ, কনজুল উম্মাল ৬ষ্ঠ খণ্ড)।

o "সা-ইয়াখরুজু মিন সালবিহি রাজুলুন ইউসাম্মা বে-ইসমে নাবীয়ুকুম ইয়াশবেহু ফিল খুলুকে ওয়ালাফিল খালকে"। (আবুদাউদ, নাজমুস সাকেব-২য় খণ্ড)।

অর্থ : "হাসানের আওলাদ হতে মাহদীর আগমন হবে। তিনি তোমাদের নবীর নামে আখ্যায়িত হবেন—জন্ম ও দৈহিক গঠনে তাঁর অনুরূপ হবেন না।"

o "রাজুলুন মিন আবনায়েল ফায়েস" অর্থাৎ তিনি পারশ্য বংশীয় হবেন। (বোখারী)

o "তিনি বড় জমিদার বংশীয় হবেন (আবু দাউদ, ২য় খণ্ড)।

o "মিন আহলে বায়তি ইউয়াতিয়ুসমুহু ইসমি।" (আবু দাউদ, তিরমিযি)

অর্থ : "তিনি আমার বংশ (আহলে বয়েত) হতে হবেন এবং আমার নামে তাঁর নাম হবে।"

o তাঁর নামের সংগে 'গোলাম' শব্দটি যুক্ত থাকবে। তাঁর পিতার নাম আলীর নামের অনুরূপ হবে। ('বেহারুল আনোয়ার' নামক শিয়াদের হাদীস সংকলনের বরাতক্রমে)।

o ইমাম মাহদী (আঃ) শুক্রবার জন্ম গ্রহণ করবেন বলে ভবিষ্যদ্বাণী রয়েছে। (বেহারুল আনোয়ার ত্রয়োদশ খণ্ড পৃঃ ১৭৩ বরাতক্রমে)।

উল্লেখ্য যে, হাদিসের উপরোক্ত ভবিষ্যদ্বাণী সমুহের আলোকে হযরত মির্যা গোলাম আহমদ (আঃ)-এর জীবনী পর্যালোচনা করলে দেখা যায় যে, বংশানুক্রমে তিনি এক দিক দিয়ে ফাতেমী, তথা আহ্‌লে বয়েতের অন্তর্ভুক্ত, অন্য দিক দিয়ে পারশ্য-বংশীয়, তাঁর পিতৃপুরুষ জমিদার ছিলেন, তাঁর পিতার নাম গোলাম মোর্তজা (যা হযরত আলী রাঃ-এর নামেরই অংশ বিশেষ), তিনি ১২৫০ হিজরীর ১৪ই শাওয়াল রোজ শুক্রবার জন্মগ্রহণ করেন, তাঁর ব্যক্তিগত নাম 'আহমদ' এবং তাঁর নামের সংগে 'গোলাম' শব্দ যুক্ত রয়েছে, ইত্যাদি। ফলতঃ উপরোক্ত ভবিষ্যদ্বাণী সমুহ দাবীকারকের বংশ, জন্ম ও নামের যে পরিচিতি প্রদান করেছে সেগুলি কোন মানুষ কর্তৃক কোন ভাবেই যোগ-সাজস করে সৃষ্টি করা সম্ভব নয়। এই সকল পরিচিতি এবং চিহ্নাবলীর আলোকে এই দাবীকারককে সনাক্ত করে বহু সত্য-সন্ধানী তাঁর দাবীর সত্যতা মেনে নিয়ে আহমদীয়া জামাতের মাধ্যমে ইসলামের প্রচারাভিযানের সংগে নিজেকে সম্পৃক্ত করেছেন।

(খ) দৈহিক গঠন সম্পর্কে ঃ

o "আমি স্বপ্নে নিজেকে কাবা তোয়াফ করতে দেখলাম। এমন সময় এক ব্যক্তি আমার সামনে এলো যার বর্ণ গোধুমের (গমের) মত এবং যার মাথায় রয়েছে সরল ও লম্বা কেশ। আমি জিজ্ঞাসা করলাম : ইনি কে? উত্তর হলো : ইনি মসীহ ইবনে মরিয়ম।" (বোখারী—কিতাবুল ফিতান : যিকরুদ্দাজ্জাল)।

উল্লেখ্য যে, অন্য একটি হাদীসে বনী-ইসরাইলী নবী হযরত ঈসা (আঃ)-এর দৈহিক বর্ণনা সম্বন্ধে হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) বলেছেন : "আমি কাশফে ঈসা এবং মুসাকে দেখেছি। ঈসার গায়ের রং লাল এবং তার কেশ কুঁকড়ানো ও বক্ষ প্রসস্ত ছিল।" (বোখারী, ২য় খণ্ড)

সুতরাং দেখা যাচ্ছে যে, বনী-ইসরাইলী নবী ঈসা (আঃ) এবং মুহাম্মদী উম্মতে আগমন-কারী প্রতিশ্রুত ঈসা (আঃ)-এর দৈহিক গঠন ভিন্ন ভিন্ন হওয়ায় তাঁরা দৈহিকভাবে কখনই একব্যক্তি হতে পারেন না (অবশ্যই আত্মিকভাবে সদৃশ বা অনুরূপ হতে পারেন)। ফলতঃ উপরোক্ত দুটি হাদিস দ্বারা একদিকে যেমন একথা সপ্রমাণিত হয়েছে যে, আকাশ হতে লাল বর্ণ ও কুঞ্চিত কেশ-বিশিষ্ট বনী-ইসরাইলী ঈসা (আঃ)-এর পুণরাগমন অসম্ভব (কেননা এমতাবস্থায় প্রথমোক্ত হাদীস মোতাবেক লাল বর্ণের পরিবর্তে গোধুম বর্ণ এবং সরল কেশের পরিবর্তে কুঞ্চিত কেশ-বিশিষ্ট হয়ে আসতে হবে। অন্যদিকে মুহাম্মদী উম্মত হতে জন্ম-গ্রহণকারী প্রতিশ্রুত মসীহ (আঃ)-এর দৈহিক চিহ্নাবলী-যুক্ত গঠন সম্পর্কেও বর্ণনা করা হয়েছে। বাস্তব ক্ষেত্রে হযরত মির্যা সাহেবের (আঃ) দৈহিক গঠন, বর্ণ ও কেশের বর্ণনা প্রথমোক্ত হাদিসের বর্ণনার সংগে হুবহু মিলেছে এবং ভবিষ্যদ্বানীটিকে অক্ষরে অক্ষরে পূর্ণ করেছে। তাই হযরত মীর্যা সাহেব বলেছেন :—"আমিই সেই প্রতিশ্রুত মসীহ। আঁ-হযরত (সাঃ)-এর বর্ণনা অনুযায়ী আমার আকৃতির দিকে লক্ষ্য না করা বড়ই আফসোসের কথা। আমার বর্ণ গন্দমের (গমের রঙের) মত আমার কেশরাশি ইসরাইলী নবীর কেশ হতে সম্পূর্ণ ভিন্ন যেভাবে আঁ-হযরত (সাঃ) বলেছেন। আমার এই আগমন কোন সন্দেহের স্থল ছিল না। প্রভু আমাকে লাল বর্ণের মসীহ হতে পৃথক করেছেন।"

০ মাহদীর রং আরবীয়দের মত এবং দৈহিক গঠন ইসরাইলীদের মত হবে।" (নাজমুস সাকেব, পৃঃ ৪৯)।

০ মাহদী আমার প্রিয় ব্যক্তি হবেন। তার ললাট উচ্চ এবং প্রশস্ত হবে। তাঁর নাসিকা উচ্চ হবে"। (আবু দাউদ)

০ "তাঁর চেহারা নক্ষত্রের মত উজ্বল হবে এবং ডান গালে কাল 'তিল' থাকবে।" (কনজুল উম্মাল)। অন্য একটি ভবিষ্যদ্বাণীতে বলা হয়েছে যে, তিনি 'তোতলা' হবেন।

উল্লেখ্য যে, উপরোক্ত ভবিষ্যদ্বাণীতে বর্ণিত চিহ্নাবলী হযরত মীর্যা সাহেবের (আঃ)-এর মাধ্যমে পূর্ণ হয়েছে বলে প্রত্যক্ষদর্শীগণ বলেছেন এবং এগুলির সত্যতা ঐতিহাসিক ভাবে প্রমাণিত হয়েছে।

০ "বাইনা মাহরুদাতাইনে ওয়াজিয়ান কাফ্‌ফাইহে আলা আজনেহাতে মালাকাইনে"

অর্থ—"তিনি দুটি হলুদবর্ণের চাদর পরিহিত হবেন এবং দুজন ফেরেস্তার ডানার উপর নিজ দুটি হাত রাখবেন"। (মুসলিম)।

উপরোক্ত হাদিসের ভবিষ্যদ্বাণী হযরত মীর্যা সাহেবের (আঃ) দুটি অসুখ, তথা-শিরঃ-ঘূর্ণন এবং ডায়াবেটিস দ্বারা পূর্ণ হয়েছে। কারণ ভবিষ্যদ্বাণী ভাষায় 'হলুদ চাদর' দ্বারা দুটি অসুখকেই বুঝায়। দ্বিতীয়তঃ সকল সংস্কার ও প্রচারমূলক কার্যাবলী ফেরেস্তার সাহায্যের মাধ্যমেই তিনি সম্পাদন করেছেন। কেননা পার্থিব দৃষ্টিকোণ থেকে অসম্ভব এবং সর্ব প্রকার প্রতিকুল অবস্থার মুখেও একমাত্র ঐশী সাহায্য ও সমর্থনের (যা ফেরেস্তার মাধ্যমেই তিনি লাভ করেছেন) মাধ্যমে তিনি তাঁর উপর অর্পিত দায়িত্বাবলী পালন করতে সক্ষম হয়েছেন।

০ "ঈসা ইবনে মরিয়ম দুনিয়াতে আবির্ভূত হবেন, বিবাহ করবেন, সন্তান-সন্ততি হবে, ৪৫ বৎসর দুনিয়াতে থাকবেন এবং ওফাত লাভ করবেন। তাঁকে আমার কবরে দাফন করা হবে এবং কেয়ামতের দিন আমি এবং ঈসা ইবনে মরিয়ম এক কবর হতে আবু বকর ও উমরের মধ্যবর্তীস্থান হতে উত্থিত হবেন।" (কিতাবুল ওয়াফা, মিশকাত)।

উল্লেখ্য যে বিবাহ-শাদী এবং সন্তান লাভের উপরোক্ত ভবিষ্যদ্বাণী দ্বারা একটি বিশেষ গুরুত্ব-পূর্ণ বিবাহ এবং সন্তানের জন্ম নিদর্শন-মূলক হওয়ার প্রতি ইংগিত রয়েছে। বাস্তবক্ষেত্রে হযরত মীর্যা সাহেবের (আঃ) বিবাহ, ঐশী-প্রতিশ্রুত সন্তান হযরত মীর্যা বশীর উদ্দিন মাহমুদ আহমদ (রাঃ) -এর জন্ম এবং সেই সন্তানের মাধ্যমে 'মোসলেহ মাওউদ' সংক্রান্ত ভবিষ্যদ্বাণী পূর্ণ হয়েছে (যার ফলে তিনি সুদীর্ঘ ৫২ বছর ধরে আহমদীয়া জামাতের নেতৃত্ব প্রদান করেন এবং বিশ্বব্যাপী আহমদীয়া জামাতের প্রচার কার্যকে সুসংগঠিত করেন)।

দ্বিতীয়তঃ ৪৫ বছর দুনিয়াতে থাকার অর্থ এই যে, যথেষ্ট সময় পর্যন্ত তিনি এমনভাবে দুনিয়াতে অবস্থান করবেন যখন চতুর্দিকে প্রচণ্ড বিরোধীতা সত্বেও কেউ তাঁর জীবনের কোন ক্ষতি করতে পারবে না।

তৃতীয়তঃ আঁ-হযরত (সাঃ)-এর সংগে একই কবরে দাফনের 'তাবীর' বা রূপক অর্থ এই যে, জীবনে ও মরনে সর্বাবস্থায় প্রতিশ্রুত মসীহ (আঃ) ইসলামের শিক্ষা ও ইসলামের নবীর সুন্নতের উপর পুরাপুরি কায়েম থাকবেন। উল্লেখ্য যে, বাহ্যিক অর্থে একই কবরে দাফনহওয়ার প্রশ্নই উঠে না। ফলতঃ অবতীর্ণ হওয়া, বিবাহ করা, দীর্ঘকাল অবস্থান করা, দাফন হওয়া—এই সকল বিষয়ই বিশেষ অর্থে প্রযোজ্য।

(৩) আখেরী যামানার প্রতিশ্রুত মহাপুরুষ হযরত ইমাম মাহদী (আঃ)-এর দৈহিক চিহ্নাবলী এবং আগমন সম্পর্কে বুজুর্গানে উম্মত যে বর্ণনা দিয়েছেন সেগুলির মধ্যে কয়েকটি নীচে উল্লেখ করা হলো ঃ—

(ক) "এই মহাপুরুষ ইমাম মাহদী এক ভগ্নীসহ জমজ জন্ম গ্রহন করবেন। তিনি খাতামুল আওলাদ (শ্রেষ্ঠতম সন্তান) ও সূক্ষ্ম তত্বজ্ঞানের অধিকারী হবেন। (হযরত মহিউদ্দিন ইবনে আরাবী (রহঃ) প্রণীত 'ফসুসুল হিকাম' শীর্ষক পুস্তকের ৮৩ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য)।

(খ) কতিপয় হাদীসে বর্ণিত হয়েছে যে, মাহদীর নাম 'আহমদ' হবে। (নবাব সিদ্দিক হাসান খান প্রণীত 'হুজাজুল কেরামা' শীর্ষক পুস্তকের ৩৫৬ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য)।

(গ) হিজরী দ্বাদশ শতাব্দীর মুজাদ্দিদ হযরত শাহ ওলীউল্লাহ মোহাদ্দেস দেহলবী (রহঃ) বলেছেন ঃ "আল্লামানী রাব্বি জাল্লা জালালুহু, আন্নাল কিয়ামাতে কাদেকতারাবাত ওয়াল মাহদীয়া তাহাই-ইয়া লিল-খুরুজে"। অর্থ ঃ "আমার মহাপ্রতাপশালী রাব্ব আমাকে জানিয়েছেন যে, কিয়ামত নিকটবর্তী এবং মাহদী প্রকাশিত হওয়ার জন্য প্রস্তুত হচ্ছেন।" (তাকহীমাতে ইলাহিয়া, ২য় খণ্ড, পৃঃ—১২৩)।

(ঘ) প্রসিদ্ধ ওলী হযরত নেয়ামাতুল্লাহ (রহঃ) লিখেছেন ঃ "তাঁহার নাম আলিফ, হে, মিম, দাল অক্ষর (অর্থাৎ আহমদ) দ্বারা গঠিত হবে।" (মৌলানা মোহাম্মদ ইসমাইল শহীদ প্রণীত 'আরবাইন'-এর বরাতক্রমে)।

(ঙ) নবাব সিদ্দিক হাসান খাঁ লিখেছেন ঃ—"যদিও আখেরী যমানায় ইমাম মাহদী সম্পর্কিত হাদীসগুলি বিভিন্ন সনদে বর্ণিত হয়ে যে খ্যাতি লাভ করেছে, তা তাঁর আগমন অস্বীকারকারীদের মত খণ্ডন করেছে, তথাপি এতে কোন সন্দেহ নেই যে, মাহদী সংক্রান্ত হাদীসগুলির অধিকাংশ সনদই বর্ণনাকারীদের অজ্ঞতা, স্মরণশক্তির অভাব, দুর্বলতা ও আপত্তিকর অভিমত দোষে দূষিত। মাহদী সংক্রান্ত দুর্বল ও সন্দেহযুক্ত হাদিসগুলির সমষ্টি শুধু এতটুকুই প্রমাণ করে যে, আখেরী যমানায় ইমাম মাহদী আগমন করবেন। ফলতঃ রেওয়ায়েতগুলি সন্দিগ্ধ হওয়া সত্বেও এত বহুল যে, এগুলির দ্বারা মাহদী সম্পর্কিত প্রত্যেকটি স্বতন্ত্র কথা নিঃসন্দেহে প্রমাণিত না হলেও মাহদী যে আসবেন, এ কথাটুকু প্রমাণ হয়।" (হুজাজুল কিরামা ফি আসারিল কেয়ামা, পৃঃ ৩৬৫)।

(চ) প্রখ্যাত ঐতিহাসিক আল্লামা ইবনে খালদুন তাঁর 'মোকদ্দমা' শীর্ষক প্রসিদ্ধ গ্রন্থে হযরত ইমাম মাহদী (আঃ) সম্বন্ধে তিরমিযি, আবু দাউদ, ইবনে মাজা, হাকেম, তিবরাণী এবং আবু ইয়ালা মৌসলীর সকল হাদীস সমূহ উল্লেখ করতঃ সে গুলির সনদের উপর পর্যালোচনা ও সমালোচনা করেছেন এবং পরিশেষে নিজ মন্তব্য পেশ করতে গিয়ে বলেছেন ঃ

"ইমাম মাহদী (আঃ) এবং আখেরী যমানায় তাঁর আবির্ভাব সম্পর্কে ঐ সকল হাদীস যেগুলিকে ইমামগণ মনোনীত করেছেন এবং এই সকল হাদীস যেভাবে আপনারা পর্যালোচনার মাধ্যমে জেনেছেন, সেগুলি স্বল্প সংখ্যক হাদীস ব্যতীত আপত্তি-মুক্ত নয়।"

আলোচ্য বিষয়টি সম্পর্কে ইমাম মাহদী ও মসীহ মাওউদ (আঃ) হওয়ার দাবীকারক হযরত মীর্যা গোলাম আহমদ (আঃ) বলেছেনঃ—

"ইহা স্মরণ রাখা উচিত যে, প্রতিশ্রুত মসীহ ও মাহদী সম্পর্কে বহু রেওয়ায়েত রয়েছে। এগুলির মধ্যে অনেকগুলি অসামঞ্জস্যপূর্ণ এবং পরস্পর বিরোধী। এগুলির অকৃত্রিমতা সম্পকে কিছুই জানা নাই এবং সত্যবলে গ্রহণ করার প্রমাণও নাই। এই রেওয়ায়েত গুলির মূল বিষয়-বস্তু এই যে, শেষ যুগে এক ব্যক্তির আবির্ভাব হবে যিনি মসীহ ও মাহদী হবেন এবং মিমাংসা-কারী হবেন[সকল রেওয়ায়েতেই এই মূল বিষয়ের নিশ্চিত সাক্ষ্য বহন করে এবং এ ব্যাপারে কোনই বিরোধ নাই। কিন্তু, অন্যান্য বিস্তারিত বিবরণের দিক দিয়ে এতই পরস্পর বিরোধী ও অসামঞ্জস্যপূর্ণ যে, এগুলির সামঞ্জস্য সাধন করার চেষ্টা করতে গিয়ে অনেক পরীক্ষক, বিদ্বান ও ধর্মবিশারদগণ বিভ্রান্ত হয়ে পড়েছেন। তাঁদের কেহ কেহ বলেছেন যে, মাহদী আব্বাস বংশীয় হবেন, কেহ কেহ বলেছেন ফাতেমী বংশীয় এবং হোসেন বংশীয় হবেন বলে বর্ণনা করেছেন। আবার কেহ কেহ বলেছেন যে, তিনি পবিত্র রসুল (সাঃ)-এর বংশ হতে আবির্ভূত হবেন এবং এমন মতালম্বীও আছেন যারা মনে করেন যে, মাহদী ইসলামের অনুসারীদের মধ্যে একজন সাধারণ সদস্য হবেন। অন্যদিকে আর এক দল এই মত পোষণ করেন যে, মাহদী এবং প্রতিশ্রুত মসীহ এক এবং অভিন্ন ব্যক্তি হবেন এবং তিনি ব্যতীত অন্য কেহ মাহদীরূপে আবির্ভূত হবেন না। এই প্রকারের এবং আরো অনেক বর্ণনা আমাদের কাছে এসেছে। তেমনিভাবে মসীহের আগমনের ব্যাপারেও বহু মতানৈক্য রয়েছে। পবিত্র কুরআনে সাক্ষ্য প্রদান করে যে, হযরত ঈসা (আঃ) মৃত্যু বরণ করেছেন। কিন্তু, এতদসত্বেও অনেকে বলেন যে, তিনি স্বশরীরে আকাশে জীবিত আছেন এবং সেখান থেকে অবতীর্ণ হবেন। কিছু সংখ্যক বিদ্বান ব্যক্তি রয়েছেন যারা মনে করেন যে, ঈসা (আঃ) বাস্তবিকই মৃত্যু বরণ করেছেন এবং তাঁর দ্বিতীয় আগমনের ভবিষ্যদ্বাণী তাঁর তুল্য অপর এক ব্যক্তির আগমনে পূর্ণ হবে। মুত্তাজিলা সম্প্রদায় এবং সুফি সম্প্রদায়ের নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিগণ এরূপ ধারণা পোষণ করে থাকেন।" ('নাজমুল হুদা' শীর্ষক পুস্তক দ্রষ্টব্য)।

উপরোক্ত আলোচনার আলোকে আমরা নিঃসন্দেহে এই সিদ্ধান্তে উপনীত হতে পারি যে, হযরত ইমাম মাহদী ও মসীহ মওউদ (আঃ)-এর আগমন সম্পর্কে বিভিন্ন ধরণের ভবিষ্যদ্বাণীর মধ্যে অধিকাংশ ভবিষ্যদ্বাণী হযরত মীর্যা গোলাম আহমদ (আঃ)-এর জন্ম, বংশ, নাম, শারিরীক গঠন ও অন্যান্য প্রাসংগিক চিহ্নাবলীর বাস্তব সাক্ষ্য দ্বারা পূর্ণ হওয়ায় তাঁর দাবীর সত্যতা সন্দেহাতীতরূপে প্রমাণিত হয়েছে। বাহ্যিক এবং আক্ষরিক অর্থে সবগুলি ভবিষ্যদ্বাণীর পূর্ণতা কখনই বাস্তবে রূপায়িত হতে পারে না। কেননা, আকাশ হতে চাক্ষুষভাবে দুই ফেরেস্তার কাঁধে ভর দিয়ে দুই হাজার বছর পূর্বের হযরত ঈসা (আঃ)-কে স্বশরীরে নেমে আসতে কখনই কেহ দেখবে না (রূপক অর্থে অবশ্যই 'মসীলে ঈসা'রূপে এই ধরাধামেই তাঁর আবির্ভাব হওয়া অবধারিত ছিল এবং যথা সময়ে তিনি এসেও গেছেন)। কোন এক ব্যক্তির পক্ষে এতদসম্পর্কিত সংকলিত ভবিষ্যদ্বাণী সমূহের প্রত্যেকটি কথা আক্ষরিক এবং বাহ্যিকভাবে পূর্ণ করে আবির্ভূত হওয়া কখনই সম্ভবপর নয়। পক্ষান্তরে উপরোক্ত বর্ণনা অনুযায়ী হযরত মীর্যা সাহেব (আঃ)-এর মাধ্যমে তাঁর নাম, জন্ম, বংশ, গঠন ইত্যাদি সম্পর্কে অধিকাংশ ভবিষ্যদ্বাণী-যুক্ত লক্ষণ ও চিহ্নাবলী পূর্ণ হওয়ার ঘটনা এমন একটি অলৌকিক বিষয় যা মানবীয় শক্তি এবং সামর্থের বহির্ভূত। ফলতঃ সার্বিক দৃষ্টিকোণ হতে বিশ্লেষণ করলে দেখা যাবে যে, হযরত মীর্যা সাহেবের (আঃ) দাবীর সমর্থনে যেমন আসমান ও যমীন সাক্ষ্য দিয়েছে, তেমনিভাবে তাঁর বংশ, জন্ম, ও দৈহিক গঠন সংক্রান্ত সাক্ষ্য সমূহ এবং তাঁর কার্যাবলী (পরে উল্লেখ করা হবে) তাঁর দাবীর সত্যতাকে সন্দেহাতীত রূপে মোহরাংকিত করেছে।

(ক্রমশঃ)

—মোহাম্মদ খলিলুর রহমান

যেহানাৎ ও সেহেতে জিসমানি

(পূর্ব প্রকাশিতের পর)

উদর ও সূর্য্যগ্রন্থীর ব্যায়াম - ৩ঃ

ইহার অন্য নাম হস্ত-পদাশন।

অধিক বয়সের মানব-মানবী, বিশেষ করে আনসারুল্লাহ সাহেবানদের মধ্যে অনেকেই জীবন সম্বন্ধে নিরাশ হয়ে পড়েন। এর অন্যতম কারণঃ সংসারের অভাব অনটন ও নানাবিধ সমস্যার চাপ। তার ওপর বয়সের ভারে দেহ ও মন নিস্তেজ হয়ে পড়ার কারণেই এমনটি ঘটে থাকে। যৌবনের আশা-আকাংখা ও সুখ-সাধকে জলাঞ্জলী দিয়ে, মানুষ তার রক্ত পানি করা পরিশ্রমের বিনিময়ে সন্তান প্রতিপালন কোরে থাকেন, তাদের সার্বিক উন্নতির অভিপ্রায়ে। কেহ বা অর্থ উপার্জন করেন, তা ভোগ করার কামনায়। আর কেহ বা বৃক্ষের চারা রপন করেন, তার সুমিষ্ট ও সুস্বাদু ফল খাবার আশায়। সন্তান প্রতি পালন, অর্থ উপার্জন এবং গাছের ফল ধরাতে গিয়ে, ততদিনে দেহ-মনে এসে পড়ে বার্দ্ধক্যের জড়তা এবং আত্মিক মনেতে আসে হতাশা। তাই দেহস্থিত ইন্দ্রিয়গুলোকে সব সময় সতেজ ও আত্মিক মনের রিপুগুলোকে স্ববশে রাখার জন্য নিয়মিত ব্যায়াম অনুশীলন করতে হবে— দৈনন্দিন খাদ্য খাওয়া ও নিদ্রা যাওয়ার মত। ইহা আমীরুল মোমেনীনের নির্দেশ। সুতরাং মোমেন-মোমেনাদের কর্তব্য হবে, তাদের প্রিয় খলিফার এই নির্দেশকে যথাযথ প্রতি পালন করে নিজেদেরকে সৌভাগ্যের উচ্চতম শিখরে আরোহণ করান।

প্রিয় পাঠক, গত সংখ্যায় যেহানাৎ ও সেহেতে জিসমানী, অর্থাৎ—"স্মৃতি ও স্বাস্থ্যোন্নতি" বিষয়ে সঞ্জীবনী, মুক্ত হস্ত ও দীর্ঘ প্রশ্বাস ব্যায়ামের উপকারীতা সম্বন্ধে প্রকাশ করা হয়েছে। অত্র সংখ্যায়—উরুদেশ সূর্য্য গ্রন্থি ও মেরুদণ্ডের ব্যায়াম বর্ণনা করা হল:

উদর, তথা—পেটের অবস্থা সবারই জানা। আর সূর্য গ্রন্থিটির চারদিকে আরও ৪টী ক্ষুদ্রাকৃতি গ্রন্থি রয়েছে। অধিকাংশ রোগের উৎপত্তিস্থল আমাদের উদরদেশ। আকাশের সূর্যের মত এই গ্রন্থিটি সকল রোগ-ব্যধিকে প্রতিরোধ করতে সাহায্য করছে— সূর্য কিরণের অনুরূপে তার নির্য্যাস ক্ষরিত কোরে; সুতরাং আমাদের রোগ-প্রতিরোধক শক্তিকে অক্ষুন্ন রাখার উন্যই উহার ব্যায়াম অনুশীলন করার গরজ রয়েছে।

এই ব্যায়ামের উপকারিতা ১৪টি ১। ইহাতে ক্ষুধা বৃদ্ধি হয়। ২। কোষ্টকাঠিন্য দুর করে। ৩। মেরুদণ্ড নমনীয় হয়। ৪। পেটে চর্বি জমতে দেয় না। ৫। যকৃত, প্লীহা ও কিডনীর স্বাস্থ্যকে উন্নত করে। ৬। ইহা লম্বা হতে সাহায্য করে। ৭। মুখের সৌন্দর্য বৃদ্ধি করে। ৮। অজীর্ণ রোগ নিরাময় করে। মূত্র পাথরী হতে দেয় না। ১০। অন্ত্রে ক্ষত হয় না। ১১। অম্লশূল নিরাময় করে। ১২। হার্নিয়া হতে দেয় না। ১৩। মাসিকের গোলযোগ দুর করে। ১৪। সুপ্তিস্খলন নিরাময় ও ধারণ ক্ষমতা বৃদ্ধি করে।

ব্যায়ামটি এভাবে করুণ :—প্রথমে সোজা হয়ে দাঁড়ান। এবার প্রশ্বাস টানতে টানতে হাত দুটি সোজা করে মাথার উপরে ওঠান এবং ঐ অবস্থায় ১ সেকেণ্ড থাকুন। তারপর নিঃশ্বাস ছাড়তে ছাড়তে হাত দুটিকে সামনের মেঝেতে রাখুন ; হাতের পাতা দুটি পায়ের পাতার সামনে পাতা থাকবে। ঐ অবস্থায় দুই সেকেণ্ড থাকুন। একবার হল। এভাবে ৫ বার করার পর সঞ্জীবনীতে থাকুন—১০ সেকেণ্ড।

দ্বিতীয় নিয়ম: সোজা হয়ে দাঁড়ান। এইবার দুহাত দিয়ে উভয় উরু বেশ জোর দিয়ে চেপে ধরুণ ও একটু সামনে ঝুঁকুন। তারপর বুকের সমস্ত বায়ু বের করে দিন এবং পেটটা ভিতরে টানুন ও ছাড়ুন। এমনভাবে টানতে হবে যেন পেটটা মেরুদণ্ডের সাথে লেগে যায়। এভাবে যতবার পারেন করতে থাকুন। তারপর সিধে হোয় দাঁড়িয়ে প্রশ্বাস নিন। একবার হল। এভাবে—৪বার অনুশীলন করুণ এবং সাথে সাথে সঞ্জীবনীতে যান—১৫ সেকেণ্ড।

ইহা যেমন কঠিন প্রক্রিয়া, এর উপকারও ততোধিক ধৈর্য্যের সাথে অভ্যাস করলে সবই সম্ভব। প্রথমে পেট ভিতরে আসবে না। এজন্য নিরাশ হবেন না। যতটুকু আসবে তাতেই উপকার হবে। অত্র ব্যায়ামে ভুড়ি হবে না। ভুড়ি থাকলে এতে অনেক কমে যায়।

মেরুদণ্ডের ব্যায়াম :—মেরুদণ্ডের অবস্থান ও কার্য্যকারিতা কি ? এই প্রশ্নের উত্তরে বলতে হয় : মানব দেহটা খাড়া থাকে মেরুদণ্ড বা শির দাঁড়ার উপর ইহা ৩৩টা হাড় দিয়ে তৈরী। আঁকা-বাঁকা হাড়ের টুকরাগুলো এমনই ফায়দায় হারের মত গাঁথা যে, দেহটিকে যে দিকেই যেমনভাবেই বেঁকাও না কেন, উহা অতি সহজেই বেঁকে যাবে ; অথচ, ভাঙবে না, স্থানচ্যুত হবে না, এমনকি কোনরূপ ব্যাথাও করবে না। মেরুদণ্ডের ভিতর ও দু'পাশ দিয়ে মস্তিস্ক ও মেরুমজ্জা হতে ৩৩ জোড়া স্নায়ু নীচের দিকে নেমে গিয়ে অসংখ্য স্নায়ুতন্ত্র সাড়া দেহে ছড়িয়ে পড়েছে ; সমগ্র দেহের সূচাগ্র পরিমাণ স্থানও খালি না রেখে। আমাদের শরীরের কোথায় কি ঘটছে, এই স্নায়ুর মাধ্যমেই তা আমরা পলকের মধ্যেই জানতে পারি।

মেরুদণ্ড ব্যায়ামের উপকারিতা—৫টি। এতে মেরুদণ্ডের নমনীয়তা বৃদ্ধি হয়। ২। বুকের বেষ্টনীকে বাড়ায়। দেহ ও মনের ক্ষিপ্রকারিতা বৃদ্ধি করে। ৪। মূত্রগ্রন্থি সতেজ রাখে। বক্ষ সৌন্দর্য্য বৃদ্ধি করে।

এই ব্যায়াম আবাল-বৃদ্ধ-বণিতা সবারই জন্য অপরিহার্য্য। ব্যায়ামটা মানুষকে কুঁজো হতে দেয় না ; বরং লম্বা হতে সাহায্য করে। ইহা দেহ ও মনের অলসতা দূরীভূত করে মন বেশ প্রফুল্ল থাকে। অধিক বয়সীদের জন্য প্রথমে মেরুদণ্ড বেঁকতে চাইবে না। ধৈর্যের সাথে অল্প অল্প করে অভ্যাস করতে হবে। কিছু দিন পর উহা পূর্ণরূপে বেঁকে যাবে তৃতীয়া চাঁদের মত। ব্যায়ামটি এভাবে করুণ :—

প্রথমে সটান চিৎ হয়ে শুয়ে পড়ুন। তারপর উভয় হাত ও পায়ের পাতার ওপর ভর দিয়ে, সমগ্র দেহটা যতদূর সম্ভব অর্দ্ধ চন্দ্রাকারে ওপরে তুলুন। ঐভাবে ১০ সেকেণ্ড থাকুন। অতঃপর সঞ্জীবনীতে যান-১০ সেকেণ্ড। এভাবে ৪ বার অনুশীলন করতে হবে। সঞ্জীবনী হচ্ছে মরার মত চিৎ হয়ে পড়ে থাকা। (ক্রমশঃ)

শেখ আহমদ গুণী
সেক্রেটারী,
যেরানত ও সেহেতে জিসমানী

মোজেজা অনন্য

– মোহাম্মদ আখতারুজ্জামান

চৌদ্দশত বৎসর আগে আরবের বুকে ছিল
ঘোর অমানিশা, কুসংস্কার ও হিংস্রতা হানাহানি,
মানুষের রক্ত পিপাসা ছাড়িয়ে ছিল সকল রেকর্ড;
জেই জাহেলিয়াত মাঝে সত্যের প্রদীপ হাতে
তৌহিদের প্রেমময় বাণী নিয়ে এলেন মোহাম্মদ (সাঃ)
ধনজন ও বলহীন এক অতি সাধারণ মানুষ!
তাঁর আগমনে সমাজপতি আত্ম-অহংকারী আবু জাহেল আর
আবু লাহাবরা একজোট হল নিভিয়ে দিতে সত্যের আলো,
অপর দিকে জামাত-বদ্ধ হল সত্যান্বেষী ও খোদাভীরু যাঁরা—

আবু বকর, ওসমান, ওমর, আলী এবং সৈয়দানা বেলাল (রাঃ)
খোদাভীতির নয়নে যাঁরা দেখেনিল সাদাকাতে রসুল (সাঃ)।
ঐশী সাহায্যে মহানবী হলেন বিজয়ী। মিথ্যার ভরাডুবি,
অন্ধ অহমিকায় গর্বীত আবু জাহেলরা হল ইতিহাসের উপমা!
একই দৃশ্য দেখছে জগৎ আজ আখেরী জামানার মাহদীর আগমনে—
কাদিয়ানের নিভৃত কোণের অতি সাধারণ মীর্জা গোলাম আহমদ (আঃ)
ঐশী নির্দেশে হলেন দণ্ডায়মান, বিশ্বনবীর বুরুজরুপে দীপ্যমান,
সত্যের পরীক্ষায় চিরায়ত নবীদের সুন্নত হল পুনরাবৃত্তি;
একদিকে শক্তিধর সমাজপতি মোহাম্মদ হোসেন বাটালবী—

সানাউল্লা অমৃতসরী, আথম ও লেখরাম, অন্ধ অহমিকায় হাবুডুবু,
নব্য আবুজাহেল এরা মাহদীর সত্যতার নিদর্শনরূপে চিহ্নিত!
অন্যদিকে পুণ্যবান খোদাভীরুদের জামাত খলিফার নির্দেশে
জগৎ চষিয়া বেড়ায়, ইসলামের বিশ্ববিজয় যাঁদের মঞ্জিল,

সত্যান্বেষীরা বিমুগ্ধ-সুদৃঢ় ঈমান, হেরি এই অনন্য মোজেযা!

—০—

"তোমরা যদি চাহ যে স্বর্গে ফেরেস্তাগণও তোমাদের প্রশংসা করুক তবে তোমরা প্রহার ভোগ করিয়াও সদানন্দ রহিবে, কুবাক্য শুনিয়াও কৃতজ্ঞ রহিবে নিজেদের ইচ্ছার বিফলতা দেখিয়াও আল্লাহর সহিত তোমাদের সম্বন্ধ বিচ্ছেদ করিবে না। তোমরাই আল্লাহতায়ালার শেষ ধর্মমণ্ডলী। সুতরাং পুণ্যকর্মের এমন দৃষ্টান্ত দেখাও, যাহা হইতে উৎকৃষ্ট দৃষ্টান্ত হওয়া আর সম্ভব নয়।"

কিশতিয়ে-নূহ

হজরত ইমাম মাহদী (আঃ)

সংবাদ ঃ

কৃতী ছাত্র-ছাত্রী ও দোওয়ার আবেদন

১। বগুড়া জামাতের প্রেসিডেন্ট অধ্যাপক রজিব উদ্দীন এবং অত্র জামাতের লাজনা-এমাউল্লাহর প্রেসিডেন্ট মিসেস সামীম জাহান নাজনীনের প্রথমা কন্যা আমাতুর রহিম ১৯৮৫ সনে অনুষ্ঠিত প্রাথমিক বৃত্তি পরীক্ষায় রাজশাহী বিভাগ হইতে টেলেন্টপুলে বৃত্তি লাভ করিয়াছে। তাঁর সামগ্রিক সাফল্য এবং দ্বীনি ও রুহানী উন্নতির জন্য জামাতের সকল ভাই বোনদের খেদমতে দোওয়ার আবেদন জানাইতেছি।

২। ব্রাহ্মণ বাড়ীয়া জেলার নাটাই সিকদার বাড়ী জামাতের মরহুম আবদুল রহিম সিকদার সাহেবের পৌত্র এবং মৌলভী বাজার জেলার জনাব মোহাম্মদ সহিদ উল্লা সিকদার সাহেবের চতুর্থ পুত্র শিকদার মোহাম্মদ নূর আলম (বাবু), সমগ্র মৌলভী বাজার জেলায় (সিলেট) "পারম্পারিক মেধা" নির্বাচনী পরীক্ষায় ষষ্ট স্থান অধিকার করিয়াছে। চতুর্থ শ্রেণীর মধ্যে তাঁহার উক্ত স্থান অধিকারের জন্য মৌলভী বাজার জেলা প্রশাসক সাহেব শহর মিলন কেন্দ্রে" জাক-জমক পরিবেশে একটি প্রশংসা পত্র সহ অন্যান্য পুরুস্কারে তাহাকে পুরুস্কৃত করেন। তাহার সামগ্রিক সাফল্য এবং দ্বীনি ও রুহানী উন্নতির জন্য সকল ভ্রাতাও ভগ্নির খেদমতে দোওয়ার আবেদন জানানো যাইতেছে।

৩। এস, এম, ইব্রাহীম, পিতা এস, এম হাবিবুল্লাহ এবার ঘাটুরা মডেল প্রাইমারী (সরকারী) বিদ্যালয় হইতে পঞ্চম শ্রেণীতে ২য় গ্রেডে বৃত্তি লাভ করিয়াছে। সে মৌলবী ছলিমুল্লাহ সাহেবের পৌত্র। তার এই কামিয়াবী ভবিষ্যতে আরও কামিয়াবী এবং দ্বীন ও দুনিয়ার উন্নতির কারণ যেন হয়—সকল আহমদী ভ্রাতা ও ভগ্নিগণের নিকট দোওয়ার আবেদন জানাইতেছি।

৪। আমার মেয়ে মুসরত জাহান, চলতি সনে ছাবেরা চোধান বি-বাড়ীয়া সরকারী উচ্চ বালিকা বিদ্যালয় থেকে অষ্টম শ্রেণীতে বৃত্তি পেয়েছে। সে মিশন প্রাথমিক বিদ্যালয় থেকে পঞ্চম শ্রেণীতেও সরকারী বৃত্তি পেয়েছিল। দ্বীন-দুনিয়া ও তার ভবিষ্যৎ উন্নতির জন্য দোওয়ার আবেদন জানাইতেছি। পিতা—মোঃ নজরুল ইসলাম, (আহমদী পাড়া)

৫। আমার দ্বিতীয়া মেয়ে জান্নাত ফেরদৌসী বেগম (শিউলী) বিগত এইচ, এস, সি (১৯৮৫ ইং সনে অনুষ্ঠিত) পরীক্ষায় নারায়ণগঞ্জ কেন্দ্রে প্রথম স্থান অধিকার করে (কলা বিভাগ) সরকারী বৃত্তি লাভ করেছে। উল্লেখ্য সে এস, এস, সি পরীক্ষায়ও কৃতিত্বের সহিত উত্তীর্ণ হয়ে সরকারী বৃত্তি লাভ করেছিল।

সে যেন ভবিষ্যতে জামাতের একজন উত্তম খেদমতকারিনী হতে পারে এবং সার্বিকভাবে তার ভবিষ্যত জীবন উজ্জল হয় ; সে জন্য জামাতের সকল সদস্য/সদস্যার নিকট আকুল আবেদন জানাচ্ছি—খাস দোওয়ার জন্য। ওয়াসসালাম। পিতা—এ, টি, এম, শফিকুল ইসলাম (নারায়ণগঞ্জ)

৬। মীর্জা হাসান আরিফ মাহমুদ, পিতা জুলফিকার হায়দার বাজিতপুর, কিশোরগঞ্জ ১৯৮৬ সনের প্রাইমারী বৃত্তি লাভ করিয়াছে। (আল-হামদুলিল্লাহ) সে মরহুম আনিছুর রহমান এডভোকেট সাহেবের পৌত্র। সে সকলের দোওয়া প্রার্থী।

দোওয়ার আবেদন

১। আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহ ওয়া বারাকাতুহু। আমি গত ১৯শে জুন/৮৬তে অনুষ্ঠিত উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষায় অংশ গ্রহন করিতছি। আমি সহ এই পরীক্ষায় অংশগ্রহণকারী সকল আহমদী ভাই ও বোনদের পূর্ণ সফলতার জন্য আপনারা সকলে আমাদিগকে খাসভাবে দোয়া করবেন। খাকসার—

মো: আকলাম উদ্দিন খন্দকার

২। তালুক পাড়া নিবাসী কুমিল্লা জামাতের অতি প্রবীণ বৃদ্ধা মোখলেস আহমদী সদস্যা মোহতারেমা আরফান বিবি সাহেবা বেশ কয়েক বছর পূর্ব থেকে বার্ধক্য জনিত পীড়ায় শয্যাশায়ী অবস্থায় বেশ কষ্ট পাচ্ছেন। তিনি একজন খুবই দোয়াগো বান্দা এবং কুমিল্লা জামাতের বর্তমান প্রেসিডেন্ট জনাব আলী আকবর ভুইয়া সাহেবের মাতা।

জামাতের বন্ধুগণের নিকট খাস দোওয়ার আবেদন করা যাচ্ছে যে, যতদিন তিনি আরামের সাথে জীবিত থাকেন ততদিন যেন, আল্লাহ তাকে জীবিত রাখেন এবং তাঁর অন্যান্য প্রয়োজন ও উত্তরসুরীদেরকে সত্য অনুধাবন করে আহমদীয়াত গ্রহণের সৌভাগ্য দান করেন।

৩। ফাজিলপুর (ফেনী) জামাতের প্রতিষ্ঠাতা প্রেসিডেন্ট জনাব ছিদ্দিক আহমদ সাহেব দীর্ঘদিন যাবৎ কঠিন পীড়ায় ভুগছেন। কখনো কিছুটা সুস্থ হন ; কিন্তু সম্পূর্ণ আরোগ্য হচ্ছেন না। বর্তমানে তার শরীর খুবই দুর্বল হয়ে পড়েছে। বন্ধুগণের খেদমতের আশু আরোগ্যের জন্য দোওয়ার আবেদন করা হচ্ছে। খাকসার—

মুহাম্মদ আবদুস সালাম, নন্দনপুর, কুমিল্লা।

—০—

আহ্‌মদীয়া জামাতের ধর্ম-বিশ্বাস

আহ্‌মদীয়া জামাতের প্রতিষ্ঠাতা হযরত ইমাম মাহ্‌দী মসীহ মউওদ (আঃ) তাঁহার "আইয়ামুস সুলেহ" পুস্তকে বলিতেছেন ঃ

"যে পাঁচটি স্তম্ভের উপর ইসলামের ভিত্তি স্থাপিত, উহাই আমার আকিদা বা ধর্ম-বিশ্বাস। আমরা এই কথার উপর ঈমান রাখি যে, খোদাতায়ালা ব্যতীত কোন মা'বুদ নাই এবং সৈয়্যদনা হযরত মোহাম্মদ মোস্তফা সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম তাঁহার রসুল এবং খাতামুল আম্বিয়া (নবীগণের মোহর)। আমরা ঈমান রাখি যে, ফেরেশ্‌তা, হাশর, জান্নাত এবং জাহান্নাম সত্য, এবং আমরা ঈমান রাখি যে, কুরআন শরীফে আল্লাহতায়ালা যাহা বলিয়াছেন এবং আমাদের নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম হইতে যাহা বর্ণিত হইয়াছে উল্লিখিত বর্ণনানুসারে তাহা যাবতীয় সত্য। আমরা ঈমান রাখি, যে ব্যক্তি এই ইসলামী শরীয়ত হইতে বিন্দুমাত্র কম করে, অথবা যে বিষয়গুলি অবশ্য-করণীয় বলিয়া নির্ধারিত তাহা পরিত্যাগ করে এবং অবৈধ বস্তুকে বৈধ করণের ভিত্তি স্থাপন করে, সে ব্যক্তি বে-ঈমান এবং ইসলাম বিদ্রোহী। আমি আমার জামাতকে উপদেশ দিতেছি যে, তাহারা যেন বিশুদ্ধ অন্তরে পবিত্র কলেমা 'লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহু মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ'-এর উপর ঈমান রাখে এবং এই ঈমান লইয়া মরে। কুরআন শরীফ হইতে যাহাদের সত্যতা প্রমাণিত, এমন সকল নবী (আলাইহেমুস সালাম) এবং কেতাবের উপর ঈমান আনিবে। নামায, রোজা, হজ্জ ও যাকাত এবং এতদ্ব্যতীত খোদাতায়ালা এবং তাঁহার রসুল কর্তৃক নির্ধারিত যাবতীয় কর্তব্য সমূহকে প্রকৃত-পক্ষে অবশ্য-করণীয় মনে করিয়া এবং যাবতীয় নিষিদ্ধ বিষয় সমূহকে নিষিদ্ধ মনে করিয়া সঠিকভাবে ইসলাম ধর্ম পালন করিবে। মোটকথা, যে সমস্ত বিষয়ের উপর আকিদা ও আমল হিসাবে পূর্ববর্তী বুজুর্গানের 'এজমা' অর্থাৎ সর্ববাদি-সম্মত মত ছিল এবং যে সমস্ত বিষয়কে আহ্‌লে সুন্নত জামাতের সর্ববাদি-সম্মত মতে ইসলাম নাম দেওয়া হইয়াছে, উহা সর্বতোভাবে মান্য করা অবশ্য কর্তব্য। যে ব্যক্তি উপরোক্ত ধর্মমতের বিরুদ্ধে কোন দোষ আমাদের প্রতি আরোপ করে, সে তাকওয়া এবং সততা বিসর্জন দিয়া আমাদের বিরুদ্ধে মিথ্যা অপবাদ রটনা করে। কিয়ামতের দিন তাহার বিরুদ্ধে আমাদের অভিযোগ থাকিবে যে, কবে সে আমাদের বুক চিরিয়া দেখিয়াছিল যে, প্রকাশ্যে আমাদের এই অঙ্গীকার সত্ত্বেও, অন্তরে আমরা এই সবের বিরোধী ছিলাম ?"

"আলা ইন্না লা নাতাল্লাহে আলাল কাফেরীনাল মুফতারিয়ীন"

অর্থাৎ, "সাবধান, নিশ্চয়ই মিথ্যা রটনাকারী কাফেরদের উপর আল্লাহর অভিশাপ।"

('আইয়ামুস সুলেহ,' পৃঃ ৮৬-৮৭)।

Published & Printed by Md. F. K. Molla at Ahmadiyya Art Press for the proprietors, Bangladesh Anjuman-E-Ahmadiyya

4 Bakshibazar Road, Dhaka-11. Phone No. 501379

Editor : A. H. Muhammad Ali Anwar